মহারাজাধিরাজচরিতং।

শ্রীযুক্ত মধুসূদনতর্কপঞ্চাননভট্টাচার্য্য

বিরচিতম্

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথতত্ত্বনিধিনা

বঙ্গভাষয়া অনূদিতং

বর্দ্ধমান

অধিরাজযন্ত্রে শ্রীপুরুষোত্তমদেবচট্টরাজেন

১৭৯৮ অষ্টনবত্যধিক সপ্তদশ শকাব্দে

ফাল্গুনেমাসি

মুদ্রিতং

বিজ্ঞাপন।

বহির্গাছি গ্রামবাসি শ্রীযুক্ত মধুসূদন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য বর্দ্ধমানাদি মহামহীশ্বর হিজ্ হাইনেস্ শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব্‌চন্দ্ বাহাদুরের বংশাবলী ও যশোবর্ণন-পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায় বহুবিধ ছন্দঃ প্রবন্ধে ১৪০ সঙ্খ্যক শ্লোক রচনা করিয়া বর্দ্ধমান রাজধানীতে আগমন করত মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের সন্নিধানে নিজ রচিত শ্লোক সমুদয় ব্যাখ্যা করেন। মহারাজ শ্লোক শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যকে ১০০ শত মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করেন। পরিশেষে তর্কপঞ্চানন এই পুস্তকের "মহারাজাধিরাজ চরিত" নাম স্থির করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ জনগণের বোধ সৌকর্য্যহেতু বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করাইয়া মুদ্রাঙ্কন জন্য মহারাজ বাহাদুরের নিকট প্রার্থনাবান্ হইলে মহারাজ আমার প্রতি উক্ত শ্লোক সমুদয়ের অনুবাদ-পূর্ব্বক মুদ্রাঙ্কন করিবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। আমি মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের আদেশানুসারে যথা-বুদ্ধি ইহা অনুবাদ করিলাম। অন্যের অভিপ্রায় বিভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত করা অতিদুরূহ, সুতরাং অনুবাদে যদি কোন দোষ লক্ষিত হয়, সুধীগণ স্বকীয় ঔদার্য্যগুণে তাহা ক্ষমা করিবেন। উপসংহার সময়ে ইহাও বক্তব্য যে, উক্ত তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনানুসারে মহারাজ-সমাজের প্রধান সদস্য

আমার পরম পূজ্যপাদ অগ্রজ শ্রীযুক্ত তারকনাথতত্ত্বরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্লোক সকল এবং আমার অনুবাদভাগ অবলোকন-পূর্ব্বক সংশোধন করিয়াছেন ইতি।

বর্দ্ধমান রাজবাটী।
৫ চৈত্র।
১৭৯৮ শক।

শ্রীঅঘোরনাথ শর্ম্মণঃ।

মহারাজাধিরাজ চরিতম্।

বন্দেঽহমাদিপুরুষোদ্ধৃতবেদবেদ-
বেদান্তবেদ্যবিমলং তব পাদপদ্মং।
মীনাকৃতিং কৃতবতো জগদীশলক্ষ্মী-
নারাযণাচ্যুতদযার্ণবদীনবন্ধো॥ ১॥

হে দীনবন্ধো জগদীশ! প্রলয় কালে পয়োধি-জলে নিমগ্ন বেদ সকলের উদ্ধারার্থ তুমি মীনমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ। হে আদিপুরুষ! তুমি দয়ার সাগর, কালত্রয়ে তোমার বিনাশ নাই, এজন্য তুমি অচ্যুত-শব্দের অভিধেয়, তুমি লক্ষ্মী-নারায়ণ; তোমার যে চরণ-কমল কেবল বেদবেদান্ত-দ্বারা বিদিত হইয়া থাকে, আমি সেই পাদপদ্ম-যুগলে প্রণাম করি॥ ১॥

বন্দে জগদ্বহনসংধৃতকূর্ম্মমূর্ত্তে
নীরূপরূপি জগদুদ্ভবনাদি বীজং।
পাদাম্বুজং তব পদং কিল সম্পদাং সৎ
ভক্ত্যৈব গম্যমমলাচলযা চিদাত্মন্॥ ২॥

হে রূপবিহীন চিদাত্মন্! তুমি এই জগন্মণ্ডল বহন জন্য কূর্ম্ম-দেহ ধারণ করিয়াছ, নিখিল সম্পদের আস্পদ-স্বরূপ,

ত্বদীয় পাদপদ্ম-যুগল মূর্ত্তিবিশিষ্ট সংসারের উৎপত্তির বীজ-ভূত, যাহা কেবল অমলা ও অচলা সাধীয়সী ভক্তি-দ্বারা লাভ করিতে পারা যায়, আমি তোমার সেই চরণ-যুগলে প্রণাম করি ॥ ২ ॥

বন্দেহমুদ্ধৃতধরাশ্রিতকোলরূপ
পাদাম্বুজং প্রলযলীনজগত্ত্বদীযং।
লোকেশশেষশযনাখিলতীর্থগেহং
ধ্যেযং সদামরগণৈর্ভবভীনিবারং ॥ ৩ ॥

হে শেষ-শয্যা-শায়ি লোকেশ! তুমি বসুন্ধরার উদ্ধারার্থ বরাহ-দেহ ধারণ করিয়াছ, প্রলয়কালে এই জগৎ তোমাতেই লয় প্রাপ্ত হয়; ত্বদীয় পাদাম্বুজ-যুগল নিখিল তীর্থের আশ্রয়, ভবভীতি-নিবারক এবং অমরগণেরও সতত চিন্তনীয়, অতএব তাহাকে প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

বন্দে নৃসিংহবপুরাশ্রযণাহতারে
র্ভক্তাভিলাষপরিপূরকধর্ম্মগেহং।
সর্ব্বাধিবাসসকলাদ্ভুতসম্ভবস্য
পাদাম্বুজং তব হরেঽতুলবিক্রমস্য ॥ ৪ ॥

হে সর্ব্বাশ্রয়! তুমি নৃসিংহ-মূর্ত্তি আশ্রয় করত হিরণ্য-কশিপু নামক মহাবৈরির বিনাশ সাধন করিয়াছ, তোমার বিক্রমের সীমা নাই; তোমা হইতে সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপারই সম্পন্ন হইতে পারে। হে হরে! ভক্তাভিলাষ পরিপূর্ণকারি ধর্ম্মনিকেতন ত্বদীয় চরণারবিন্দে প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

বন্দে বলিচ্ছলকৃতস্য সুরার্থনাভিঃ
শ্রীবামনাকৃতিধরস্য পদাম্বুজং তে।

হে কাশ্যপামরনদী ভবনং ভবেশ
দণ্ডাতপত্রককমণ্ডলুমণ্ডিতস্য ॥ ৫ ॥

হে কশ্যপ-তনয় ভবেশ! তুমি অমরগণের প্রার্থনানুসারে ছল-পূর্ব্বক বলিকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত বামন-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ; তোমার যে পদাম্বুজ হইতে সুরতরঙ্গিণী সমুদ্ভূতা হইয়াছেন, আমি সেই চরণ-যুগলে প্রণাম করি ॥৫॥

বন্দে বিরাড়্‌বিনশনাশ্রিতজামদগ্ন্য
মূর্ত্তের্মহাপ্রখরধারকুঠারপাণেঃ।
পাদাম্বুজং তব মহাক্রমবীরবীর
ক্রোধাৎ সমাহতবতো রিপুকার্ত্তবীর্য্যং ॥ ৬ ॥

হে মহাবিক্রম বীরশ্রেষ্ঠ! তুমি হৈহয়-বংশীয় ক্ষত্রিয়-গণের ক্ষয় সাধনার্থ জামদগ্ন্য-মূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া প্রখর-ধার কুঠার ধারণ করিয়াছ এবং পরম রিপু কার্ত্তবীর্য্যকে নিহত করিয়াছ, তোমার পাদাম্বুজ যুগলে প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

বন্দে দশাননবধাশ্রিতরামমূর্ত্তে
শ্রীপাদপদ্মমনঘং তব নীলকান্তেঃ।
স্পর্শাৎ পরং দৃশদমাপিতবন্নরাঙ্গং
সদ্যঃ পুরাত্রিজগদুদ্ধরণৈকবীজং ॥ ৭ ॥

ভগবন্! তুমি দশাননের বধের জন্য নীলকান্ত মণির ন্যায় উজ্জ্বল-কান্তি-সম্পন্ন রাম-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ; ত্রিজ-গৎ উদ্ধারের একমাত্র বীজ-স্বরূপ তোমার যে পাদপদ্মের স্পর্শ-মাত্র পুরা-কালে পাষাণও মানুষী হইয়াছিল, আমি সেই বিমল চরণ-কমলে প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

বন্দে মহাহলসমর্দ্দিতবিদ্বিষস্তে
পাদাম্বুজং কুমুদকুন্দ"রীন্দ্রকান্তেঃ।

হে যাদবাশ্রিতবতো বলভদ্ররূপং
ভাস্বদ্বিষাণবিপুলোত্তমশীরপাণেঃ ॥ ৮ ॥

প্রভো! তুমি যদুবংশে জন্মপরিগ্রহ-পূর্ব্বক কুন্দ কুমুদ ও করীন্দ্র-সদৃশ শুভ্র-শরীর ধারণ করিয়া দীপ্যমান বিষাণ ও বিপুল হল ধারণ করত বলভদ্র-রূপে প্রকাণ্ড লাঙ্গল-দ্বারা বিপক্ষমণ্ডল মর্দ্দিত করিয়াছ, তোমার পদ-কোকনদ-যুগলে প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

বন্দে তথাধৃতবতোবুধবুদ্ধরূপং
কারুণ্যমাশ্রিতবতস্তব চারুবুদ্ধেঃ।
পাদাম্বুজং পরমকারুণিকপ্রহন্তং
শক্রূন্ করিষ্যত হতঃ শুভকল্কিরূপং ॥ ৯ ॥

হে বুধ! তুমি সুচারু বুদ্ধিবলে বুদ্ধবিগ্রহ ধারণ করত কারুণ্য বিস্তার করিয়াছ এবং অধর্ম্ম-নিরত অসাধু সকলকে সংহার করিবার নিমিত্ত শুভ কল্কি-রূপ ধারণ করিবে। তুমি পরম করুণাময়, তোমার চরণারবিন্দ-যুগলে প্রণাম করি ॥ ৯ ॥

পুরাপুরাণোক্ত বিশেষভূভুজাং
কৃতাকৃতাদিত্রিতযে যুগেত্র চ।
চরিত্রকীর্ত্ত্যাদিবিশেষবর্ণনা
বহুজ্ঞতাবৎ কবিভিঃ পুরাতনৈঃ ॥ ১০ ॥
অহং সমীহে বহুবিজ্ঞতাং বিনা-
প্যনন্তকীর্ত্তেরধুনাত্মচাপলাৎ

প্রকর্ত্তু মেতস্য গুণাদিবর্ণনাং
ধরেন্দ্রচন্দ্রস্য মহেন্দ্রসম্পদঃ ॥ ১১ ॥

পুরাকালে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে এবং এই কলিযুগে বহুজ্ঞতা বিশিষ্ট পুরাতন কবিগণ পুরাণোক্ত বিশেষ বিশেষ মহীপালগণের চরিত্র ও কীর্ত্তি প্রভৃতির সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু আমি বহুজ্ঞতা ব্যতিরেকে আত্ম চপলতা-বশত মহেন্দ্র-সদৃশ সম্পত্তিশালী অনন্ত-কীর্ত্তি-সম্পন্ন নরেন্দ্র-শ্রেষ্ঠ বর্দ্ধমানাদি মহামহীন্দ্র মহতাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুরের বংশাবলীর সহিত যশো বর্ণন করিতে কামনা করিতেছি ॥ ১০।১১ ॥

অরুচ্যমস্বচ্ছতযা মদীরিতং
বচো যদীদং ভবিতা তথাপি যৎ।
ঋতং সমাদৃত্যমবশ্যমুত্তমৈ-
র্যথা হি গঙ্গাজলমপ্যনির্ম্মলং ॥ ১২ ॥

যদিও মদীয় রচনা অস্বচ্ছতা-নিবন্ধন সজ্জনগণের রুচিকর না হয়, তথাপি গঙ্গাজল অনির্ম্মল হইলেও যেমন সাধু সকলের সন্নিধানে অনাদৃত নহে, তদ্রূপ মদুক্ত বাক্য সত্য, এজন্য অবশ্যই উত্তম ব্যক্তি বর্গের অনাদরণীয় না হইতে পারে ॥ ১২ ॥

ঋতং দ্বিধোক্তং মনুনা মহাত্মনা
সমীক্ষিতঞ্চৈকমথাপরং শ্রুতং।
শ্রুতাদৃতাদীক্ষিতমুত্তমং মতং
সমস্তমেতত্তু জনৈঃ সমীক্ষিতং ॥ ১৩ ॥

মহানুভাব মনু শ্রুত ও দৃষ্টভেদে সত্যকে দুই প্রকারে

বিভক্ত করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রুত সত্য হইতে দৃষ্ট সত্যকে উৎকৃষ্ট কহিয়াছেন। অতএব আমি যে বিষয় বর্ণন করিতেছি, তৎ সমুদয়ই জনগণের সমীক্ষিত, অতএব বোধ হয় দৃষ্ট বিষয় কাহারও উপেক্ষিত হইবে না॥ ১৩॥

আযাদত্রপুরে পুরা প্রথমতো লাহোররাষ্ট্রান্তর-
খ্যাতাৎ কৌটলিযাহ্বযাদতি মহান্ নাম্না বিরাট্ সঙ্গমঃ।
রাযঃ সূর্য্যকুলোদ্ভবোস্য চ সুতো বীরোবিজেতাদ্বিষ-
স্তদ্বদ্বঙ্কবিহারিকোস্য তনয়ো জেতাবুরামো রিপোঃ॥ ১৪॥

পূর্ব্বকালে এই বর্দ্ধমান নগরে লাহোরের মধ্যগত কোটলি নামক স্থান হইতে প্রথমত মহানুভাব সঙ্গমরায় সংজ্ঞক এক সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বিপক্ষ-বিজয়ী বীরবর বঙ্কবিহারিরায়। তদীয় তনয় আবুরামরায় বৈরি বিজয়ে নিপুণ ছিলেন॥ ১৪॥

এতদ্রাজ্যস্য মূলং সমজনি সহসাচাবুরামো মহাত্মা
পুত্রস্তস্য তাদৃক্ক্ষিতিপতিসদৃশো বাবুরামোতিবীরঃ।
এতস্যোৎকৃষ্টপুত্রঃ সমজনি চ ঘনশ্যামরাযো বলীযান্
এতস্যাসীচ্চ পুত্রো দ্বিজগণহিতকৃৎ কৃষ্ণরামোপি রাযঃ॥ ১৫॥

মহাত্মা আবুরামরায় দৈব-ঘটনাক্রমে এই বর্দ্ধমান-রাজ্যের মূল কারণ হইয়াছিলেন; ইহাঁর পুত্র বিবিধ নৃপ-গুণ-সম্পন্ন বাবুরামরায় অতিশয় প্রতাপবান্ ছিলেন। বীরবর বাবুরামরায়ের সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন তনয় ঘনশ্যামরায় অতিশয় বলীয়ান্ ছিলেন। ঘনশ্যামরায়ের পুত্র কৃষ্ণ-রামরায়; ইনি দ্বিজগণের হিত-সাধনে সতত অনুরক্ত ছিলেন॥ ১৫॥

পুত্রোভূৎ কৃষ্ণরামস্য চ জনপজগদ্রামরায়ঃ প্রসিদ্ধঃ
পুত্রোস্যাসীৎ প্রবীরোর্জ্জুনইব বলবীর্য্যাদিভির্বাদ্বিতীয়ঃ।
ধর্ম্মিষ্ঠোশেষদেশোদিতনিজসিতসৎকীর্ত্তিচন্দ্রো ধরেন্দ্রো
দাতা জেতা রিপূর্ণাং দ্বিজগণহিতকৃৎ কীর্ত্তিচন্দ্রোমহাত্মা ॥১৬॥

কৃষ্ণরামরায়ের পুত্র জগৎরামরায় অতিশয় বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার প্রবীর পুত্র মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র বল-বীর্য্যাদি-দ্বারা অর্জ্জুনের ন্যায় বিখ্যাত এবং অতিশয় ধার্ম্মিষ্ঠ ছিলেন; নানাদেশে তাঁহার সুধাংশুসুন্দর সৎকীর্ত্তি-কলাপ বিরাজ করিতেছে, ইনি বদান্য, শত্রু-বিজয়ী, দ্বিজগণের হিতানুষ্ঠানে নিরত এবং মহাত্মা ছিলেন ॥ ১৬ ॥

বীরোসৌকীর্ত্তিচন্দ্রোনিজভুজবলসম্বর্দ্ধিতস্বাধিপত্যঃ
স্বাধীনোধীনভূপঃ স্থিতইহ ধরণীমধ্য একোরিজেতা।
শূরশ্চণ্ডপ্রতাপেশুচিরিবশুচিরাজানুবাহুর্গজেন্দ্র-
স্কন্ধঃ পদ্মায়তাক্ষোস্য চ সুবিমলহৃৎ সোদরোমিত্রসেনঃ ॥ ১৭ ॥

এই মহাবল কীর্ত্তিচন্দ্র মহারাজ নিজ ভুজবলে স্বকীয় আধিপত্য সম্যক্ সম্বর্দ্ধিত করত অনেকানেক নৃপতিগণকে আপন অধীন করিয়া স্বাধীনের ন্যায় এই ধরামণ্ডলে এক-মাত্র শত্রু-বিজয়ী ধরাধীশ ছিলেন। ইনি শূর, প্রচণ্ড-প্রতাপশালী, পাবকের ন্যায় পবিত্র, আজানুলম্বিত-বাহু, গজেন্দ্র-স্কন্ধ-সদৃশ-স্কন্ধ-সম্পন্ন, কমল-লোচন ও বিমল-হৃদয়-রূপে বিখ্যাত ছিলেন। ইহাঁর সহোদরের নাম মিত্র-সেন ॥ ১৭ ॥

সংকীর্ত্তেঃ কীর্ত্তিচন্দ্রস্য চ ধরণিপতেশ্চিত্রসেনঃ সুতোভূৎ
তদ্ভ্রাতুর্মিত্রসেনস্য চ স তিলকচন্দ্রোধরেন্দ্রো বভূব।

তেজশ্চন্দ্রোস্য পুত্রঃ ক্ষিতিপতিতিলকোতুল্যকীর্ত্তির্মহাত্মা
স্থানেস্থানে কৃতশ্রীযুতহরিশিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠোতিশিষ্টঃ ॥ ১৮॥

মহাকীর্ত্তিশালি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র নৃপতির চিত্রসেন নামে এক কুমার ছিলেন, আর তদীয় সহোদর মিত্রসেনের তিলকচন্দ্র নামে এক মহানুভাব তনয় জন্ম পরিগ্রহ করেন। এই মহারাজ তিলকচন্দ্রই বর্দ্ধমানাদি প্রদেশের রাজ্যেশ্বর হইয়াছিলেন। তিলকচন্দ্রের পুত্র ক্ষিতিপতি-পালক অনন্ত-কীর্ত্তি-সম্পন্ন অতিশয় শিষ্ট মহাত্মা তেজশ্চন্দ্র বর্দ্ধমান ও অম্বিকা-প্রভৃতি নানাস্থানে শত শত শিব-মন্দির ও বিষ্ণু-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজ্য-মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

প্রতাপচন্দ্রোস্য সুতঃ প্রতাপী প্রচণ্ডচণ্ডাংশুরিব ক্ষিতীন্দ্রঃ।
স্থিতঃ কৃতানেকবিধপ্রশস্তক্রিয়ঃ কৃতক্ষ্মাভৃদনুষ্ঠিতেজ্যঃ ॥ ১৯ ॥

প্রচণ্ড-চণ্ড-কিরণ-সদৃশ প্রতাপশালী মহারাজ প্রতাপচন্দ্র মহীমহেন্দ্র তেজশ্চন্দ্রের তনয় ছিলেন। তিনি নানাবিধ প্রশস্ত-কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং মহীপালগণের অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ-কার্য্যাদি বিধান করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

অস্ত্যস্মিন্ বর্দ্ধমানে শুভমতিরতুলশ্রীর্মহাতাপচন্দ্রঃ
তেজশ্চন্দ্রস্য পুত্রঃ ক্ষিতিপতিগণসম্মাননীয়ো মনীষী।
ধীমান্ রাজাধিরাজঃ খরকরইব চণ্ডপ্রতাপৈর্দ্বিতীয়ো
ভাস্বৎ সৎকীর্ত্তিরাকাবিধুসমুদয়সংদ্যোতিতাশাকদম্বঃ ॥ ২০ ॥

সম্প্রতি এই বর্দ্ধমানে মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্রের দ্বিতীয় তনয় শুভবুদ্ধিশালী, অতুল শ্রীসম্পন্ন, ক্ষিতিপতিগণ-সম্মাননীয়, ধীমান্ মনীষি মহারাজাধিরাজ শ্রীলশ্রীমহ্‌তাব্‌চন্দ্

বাহাদুর বিরাজ করিতেছেন। ইনি প্রচণ্ডপ্রতাপে খরকর-সদৃশ এবং দীপ্যমান সাধুকীর্ত্তি-স্বরূপ পৌর্ণমাসীর চন্দ্রোদয়-দ্বারা দিঙ্মণ্ডল সমুদয় প্রকাশ করিয়া আছেন॥ ২০॥

শ্রীমদ্রাজাধিরাজস্য চ পুরুষগণাঃ স্বর্গতাঃ পূর্ব্বজাতা-
স্তাতাদ্যাএবমাসন্নপি নৃপতিবরাঃ কীর্ত্তিমন্তোমহান্তঃ।
মান্যেস্মিন্ বর্দ্ধমানে পুরগণগণনে পূর্ব্বগণ্যে পুরাণে
সর্ব্বে ধীরাঃ প্রবীরাঃ সুকৃতিন ইতি যৎ প্রাতরুচ্চার্য্যমাণাঃ॥২১॥

শ্রীসম্পন্ন মহারাজাধিরাজের পিতাপিতামহ-প্রভৃতি স্বর্গগত পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই কীর্ত্তিমান্ মহান্ ও নৃপতিপ্রধান ছিলেন। নগর গণনার অগ্রগণ্য এই পুরাতণ মাননীয় বর্দ্ধমান নগরে যে সমস্ত ভূপালগণ ভূস্বামী হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ধীর প্রকৃষ্ট বীর এবং সুকৃতিশালী; যেহেতু তাঁহাদিগের সকলেরই নাম প্রাতঃস্মরণীয় এবং প্রাতরুচ্চার্য্যমাণ হইয়া রহিয়াছে॥ ২১॥

ক্ষত্রশ্রেষ্ঠতমা গুণেষ্বনুপমা দানেন কর্ণোপমা-
স্তাপে সূরসমা জনোল্লসবিধৌ সম্পূর্ণচন্দ্রোপমাঃ।
সত্যোক্ত্যা চ তথা যুধিষ্ঠিরসমা এবং স্থিতাঃ সম্পদা-
ধিক্যাচ্ছক্রসমা অমুষ্য পুরুষাঃ পূর্ব্বে চ ভূপোত্তমাঃ॥ ২২॥

তাঁহারা ক্ষত্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, দয়া-দাক্ষিণ্য-প্রভৃতি গুণে অনুপম, দান-বিষয়ে কর্ণোপম, প্রতাপে সূর্য্যসম, জনগণের মন উল্লাসিত করণে পূর্ণচন্দ্রোপম সত্য কথনে যুধিষ্ঠির-সম এবং অতুল ঐশ্বর্য্যে ইন্দ্র-সম, সুতরাং ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষগণ সমস্ত ভূপাল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ছিলেন॥২২॥

তেষামেষ মহোদয়োধরণিপাধীশোধুনাদর্শকঃ
স্পষ্টঃ শ্রেষ্ঠ্যমিতঃ স্বধর্ম্মসমনুষ্ঠানেনন্যতো ভূপতঃ।
যস্মাদ্দুষ্টদমে প্রপালনবিধৌ শিষ্টস্য দক্ষোদয়া-
ধীনো দীনজনে জনে চ শরণপ্রাপ্তে শরণ্যঃ সদা॥ ২৩॥

এই মহোদয় মহারাজাধিরাজ অন্যান্য ভূপালগণ অপেক্ষা স্বধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করত পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপুরুষগণের সুস্পষ্ট আদর্শ হইয়া আছেন; যেহেতু ইনি দুষ্ট জনগণের দমন এবং শিষ্ট লোক সকলের পালন করিতে নিতান্ত দক্ষ, দয়াধীন দীনজনের এবং শরণাগত লোকদিগের নিয়ত শরণ্য হইয়া আছেন॥ ২৩॥

যথৈকরত্নোদ্ভবনং প্রদৃশ্যতে
যতঃ স রত্নাকরএব মন্যতে।
বিলোক্যবিজ্ঞায়ত আকরঃ কুলং
দিগীশবৃন্দস্য তথাদইত্যমুং॥ ২৪॥

যে স্থান হইতে একটি রত্ন উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, সেই স্থানকে রত্নাকর বলিয়া জ্ঞান করিতে হয়; অতএব এই মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে দর্শন করিয়া এই বংশকে দিক্‌পাল সকলের আকর বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে॥২৪॥

একঃ পুত্রোঽস্য ধীমাননুপমগুণআফ্‌তাব্‌ চন্দিত্যাখ্য আস্তে
শ্রীমান্‌ রাজাধিরাজান্বয়শুভনয়সংবিজ্ঞ আজ্ঞাপিতজ্ঞাৎ।
ভূমীন্দ্রোৎকৃষ্টচিহ্নোজ্জ্বলতনুরবনীনাথবর্গাতিমান্যঃ
শান্তঃ স্বচ্ছস্বভাবোখিলশুভনিলয়স্তেষ ভূয়াচ্চিরায়ুঃ॥ ২৫॥

মহারাজ বাহাদুরের অনুপম গুণ ও ধীশক্তি-সম্পন্ন শ্রীমান্‌ আফ্‌তাব্‌চন্দ্‌ নামক একমাত্র পুত্র আছেন। ইনি

মহারাজের আজ্ঞাপিত শিক্ষক-সন্নিধান হইতে রাজাধি-রাজ-বংশীয় শুভ নীতিশাস্ত্র সকল শিক্ষা করিতেছেন, ইহাঁর লাবণ্য-সমুজ্জ্বল শরীরে মহারাজ-লক্ষণ সমুদয় বিরাজ করিতেছে। ইনি ভূপালগণের অতিশয় মান্য, শান্ত, নির্ম্মল-স্বভাব, অশেষ শুভধাম; ইনি চিরজীবী হউন ॥২৫॥

ভ্রাতুঃ পুত্রোস্য বিদ্বান্ দ্বিজগণহিতকৃদ্রূপবান্ সৎস্বভাবঃ
শ্রীমান্ রাজাধিরাজস্য চ সুতইব সৎস্নেহসন্দোহপাত্রং।
সর্ব্বাধ্যক্ষোতিদক্ষো নৃপবরসকলাধ্যক্ষসংরক্ষ্যবাক্য-
শ্চাস্তি ত্যাশীশ্চিরায়ুর্ম্মম চ বন-বিহারী সদানন্দযুক্তঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীমান্ বনবিহারী নামক মহারাজের এক ভ্রাতুষ্পুত্র আছেন। তিনি বিদ্বান্, রূপবান্, সৎস্বভাব, দ্বিজগণের হিতকারী, মহারাজাধিরাজের পুত্রের ন্যায় স্নেহ-পাত্র, সর্ব্বাধ্যক্ষ, অতিশয় কার্য্যদক্ষ, নৃপবরের ন্যায় সমস্ত অধ্যক্ষ-গণ ইহাঁর আদেশ পালন করিয়া থাকেন। ইনি সদানন্দ পুরুষ; অতএব ইহাঁর প্রতি আমার এই আশীর্ব্বাদ যে, ইনি চিরজীবী হউন ॥ ২৬ ॥

ধরাতলেহনেন ন বর্ত্ততে ধরাপতিপ্রধানেন ধরাপতিঃ সমঃ।
কুহাপি সৎকীর্ত্তিসুনীতিদাতৃতা স্বধর্ম্মসদ্যোতনশুদ্ধবুদ্ধিনা ॥২৭॥

ধরাতলে সৎকীর্ত্তি, সুনীতি, বদান্যতা ও স্বধর্ম্ম স্থাপনাদি বিষয়ে বিশুদ্ধ বুদ্ধি-সম্পন্ন এই প্রধান ধরাপতির তুল্য ধরণীপতি কুত্রাপি নাই ॥ ২৭ ॥

বিরাড়্বিশালোবিপুলাশযোবিরাড়্বিশেষ ধর্ম্মোদধিরেষ শাস্ত্রবিৎ।
স্বধর্ম্মসংরক্ষণশাসিতা সদা দ্বিজাতিবর্ণেষ্বমুনা যথাবিধি ॥২৮॥

ইনি বাহুজ জাতীয়গণের মধ্যে বিশাল ও বিপুলাশয়,

ক্ষত্রিয়গণের বিশেষ ধর্ম্ম-সমুদ্র, স্বধর্ম্ম সংরক্ষণে সম্যক্ নিরত, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-সকলের যথাবিধি সতত শাসন করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

বিরাজতেঽয়ং ক্ষিতিপাধিপঃ ক্ষিতৌ
ক্ষিতীশবর্গেষু ভৃশং সমৃদ্ধিভিঃ।
ইহৈকএবোড়ুষু চন্দ্রমা যথা
যথা চ গোত্রেষু সুমেরুপর্ব্বতঃ ॥ ২৯ ॥

নক্ষত্রমণ্ডল-মধ্যে চন্দ্রমা ও শৈল সকলের মধ্যে সুমেরুর ন্যায় ক্ষিতিতলে ক্ষিতীশ-মণ্ডলীর মধ্যে সমৃদ্ধি-দ্বারা এক-মাত্র এই ক্ষিতিপাধিপতি অতিশয় শোভিত হইয়া আ-ছেন ॥ ২৯ ॥

ধরেন্দ্রশার্দ্দূলইবেন্দ্রএষকো
দ্বিতীয়ঐশ্বর্য্যসুখৈর্ব্বিরাজতে।
ধরাতলে পাবনকীর্ত্তিরুৎসবী
ধরাপি ধন্যেতি ধরেন্দ্রধারিণী ॥ ৩০ ॥

ধরাধামে পবিত্র-কীর্ত্তি ও মহোৎসবশালী এই ধরেন্দ্র-প্রবর ঐশ্বর্য্য-সুখ-সমূহে দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করি-তেছেন ; অতএব ধরণীও ঈদৃশ ধরেন্দ্রকে ধারণ করত ধন্য হইয়াছেন ॥ ৩০ ॥

কৃতাঃ ক্রিয়াঃ কীর্ত্তিতকীর্ত্তিভিঃ কৃতে
যথামহাভৃদ্ভিরয়ং তথা কৃতী।
করোতি কার্য্যং সুকৃতী দিনেদিনে
দিনাদি কীর্ত্ত্যাদিমনামকীর্ত্তনঃ ॥ ৩১ ॥

সত্যযুগে বিখ্যাত-কীর্ত্তি-সম্পন্ন মহীপালগণ যেমন সৎ-

ক্রিয়া সমুদয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, প্রভাতকালে অগ্রে যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতে হয়, এই পুণ্যবানের অগ্রগণ্য কার্য্যকুশল মহামহীন্দ্র প্রতিদিন তদ্রূপ কার্য্যকদম্ব বিধান করিতেছেন ॥ ৩১ ॥

সমগ্র সামুদ্রসুভদ্রলক্ষণো
মতঙ্গজস্কন্ধউরোবিশালতাং।
দধান আজানুভুজোভুজাগ্রগা-
র্দ্দবপ্রভানিন্দিতবালপল্লবঃ ॥ ৩২ ॥

ইনি সামুদ্রিক-শাস্ত্রোক্ত সমস্ত শুভলক্ষণ-সম্পন্ন, মতঙ্গজ-স্কন্ধ, বিশাল বক্ষঃস্থল সুশোভিত, আজানুলম্বিত বাহু এবং ইহাঁর করতলের কোমল-প্রভা-দ্বারা নবপল্লবের শোভা বিনিন্দিত হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

ন বর্দ্ধমানাধিপতের্হি শক্যতে
সুরাজধানীপরিবর্ণিতুং ময়া।
অপূর্ব্বদৃষ্টাতিসমৃদ্ধিরাজিতা
মরাবতীমেতি মতিঃ শ্রুতশ্রুতা ॥ ৩৩ ॥

বর্দ্ধমানাধিপতির সুশোভন রাজধানীর বর্ণন করিতে আমি সমর্থ নহি; যেহেতু ইহা আমার অপূর্ব্বদৃষ্ট এবং অতিসমৃদ্ধিশালী, অতএব পুরাণাদি শাস্ত্রে যে অমরাবতীর বর্ণন শ্রবণ করা গিয়াছে, বোধ হয় ইহা তাহাই হইবে ॥৩৩॥

অস্যামাস্তেঽতিচিত্রা সরিদিব বিপুলা শ্যামসায়েরভিখ্যা-
খ্যাতাবাপীবিশালামৃতসমসলিলা সর্ব্বদা চৈকরূপা।
তীরস্থোৎকৃষ্টবল্লীদ্রুমগণঘনসংফুল্লপুষ্পাতিশোভা
তেষাং ছায়াপ্রসূনোত্তমসুরভিবশশ্রান্তপান্থাতিসেব্যা ॥৩৪॥

এই বর্দ্ধমান রাজধানী-মধ্যে শৈবলিনীর ন্যায় বিপুল শ্যামসায়র নামক অতিবিচিত্র, বিশাল ও বিখ্যাত এক সরোবর আছে। তাহার সলিল সুধা-সদৃশ স্বাদু, উহা সতত একভাবেই অবস্থান করে, তীরস্থ তরু ও বল্লী সকলের প্রফুল্ল পুষ্প-সমূহ সাতিশয় শোভা বিকাশ করিয়া আছে, তাহাদিগের ছায়া পুষ্প ও উৎকৃষ্ট সুরভি-দ্বারা পথশ্রান্ত পান্থগণের শ্রান্তিদূর হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

কৌবের্য্যামেবমাস্তে দিশি বিমলজলা কৃষ্ণসায়েরিতীতঃ
খ্যাতা বাপী বিশালা তটতরুবরসংফুল্লপুষ্পাতিশোভাং।
নৈর্ম্মল্যাদাদধানা মুকুরবদমৃতস্যাতিচিত্রপ্রদৃশ্যা
তদ্বন্নিঃশঙ্কচিত্তোত্তমরবপতগৈকান্তবাসাতিরম্যা ॥ ৩৫ ॥

নগরের উত্তরভাগে বিমল সলিল-সমন্বিত অতিবিশাল কৃষ্ণসায়র নামক এক সুবিখ্যাত সরোবর আছে। তাহার তীরস্থিত তরু সকলের প্রফুল্ল পুষ্পপুঞ্জ নিরতিশয় শোভা বিধান করে। সলিল-রাশির নির্ম্মলতা-নিবন্ধন সর্ব্বত্র আদর্শ-তলের ন্যায় বিচিত্র দৃশ্য হইয়া থাকে; সুমধুর স্বর-সমন্বিত বিহঙ্গমগণ নিঃশঙ্কচিত্তে নিয়ত তথায় বাস করায় উক্ত সরোবর অতিরমণীয় হইয়া আছে ॥ ৩৫ ॥

এতে দ্বে সাধুরম্যে জনগণসততস্নানপানাবরোহ-
স্বচ্ছন্দারোহণার্থোদকতটঘনসূৎকৃষ্টসোপানসঙ্ঘৈঃ।
সর্ব্বাশাশাসু নব্যৈরিব সততমতিপ্রাপ্তিনির্ম্মাপিতৈরপ্যা-
রাজর্দ্ভিঃ কঠোরৈরপি শতকুলিশাভেদ্যকায়ৈরতুল্যৈঃ ॥৩৬॥

উক্ত রমণীয় সরোবর-দ্বয়ে জনগণের সতত স্নানপানার্থ স্বচ্ছন্দে আরোহণ ও অবরোহণ করিবার কারণ সকল

দিকেই সুন্দর সোপান-শ্রেণী সুঘটিত রহিয়াছে। উক্ত সোপান-শ্রেণী প্রাচীনকালে নির্ম্মিত হইলেও সতত নবীনের ন্যায় শোভিত হইয়া থাকে এবং তাহা এতাদৃশ সুদৃঢ় যে, শত শত বজ্রপাত হইলেও কদাচ বিভিন্ন হয় না, সুতরাং উহার তুলনা অতিদুর্লভ॥ ৩৬॥

কিঞ্চোদ্যানং প্রধানং জনগণনয়নানন্দনং নন্দনং বাহ-
স্ত্যাসন্নেহস্যাস্ত্ব শেষোত্তমকুসুমতরুৎকৃষ্টরম্যং প্রসিদ্ধং।
নাম্নাদিল্‌খোষবাগিত্যনুপমমবনীমণ্ডলে রম্যহর্ম্ম্য-
শ্রেণীভ্র্যাজিষ্ণুসুষ্ঠূদকতটতটিনীতুল্যকাসারজাতং ॥৩৭॥

অপিচ এই নগরীর নিতান্ত নিকটে দিল্‌খোষবাগ্‌ নামে সুপ্রসিদ্ধ জনগণের নয়নানন্দপ্রদ নন্দনকাননের ন্যায় এক প্রধান উদ্যান আছে। তাহাতে বহুবিধ কুসুম তরু পরম রমণীয়তা প্রকাশ করিয়া থাকে; অবনীমণ্ডলে এই উদ্যানের উপমাস্থল অতিবিরল,—ইহা নানাবিধ রম্য হর্ম্ম্য-শ্রেণী-দ্বারা সুশোভিত, ইহাতে উৎকৃষ্ট সলিল ও সুন্দর তট বিরাজিত বহুল সরোবর শোভা সম্পাদন করিতেছে॥ ৩৭॥

সন্ত্যস্মিন্নেব নানাবিধখগনিবহাশ্চিত্তহৃচ্চিত্ররূপাঃ
কূজন্তোতীব রম্যং মুনিবনইব নির্ভীকচিত্তাশ্চরন্তঃ।
সিংহাঃ শার্দ্দূলবর্গা অপিভয়রহিতা লোকতোলোকহিংসা-
শ্চাকুর্ব্বাণাস্তথান্যে রুরুবরনিবহাঃ সন্তি শঙ্কাবিহীনাঃ॥৩৮॥

এই উপবনে চিত্তহারি বিচিত্ররূপ-সম্পন্ন বিবিধ বিহঙ্গগণ তপোবনের ন্যায় নির্ভয়চিত্তে বিচরণ করত অতীব রমণীয় কূজন করিয়া থাকে, সিংহসম শার্দ্দুল সকল লোক-

ভয়-বিরহিত ও হিংসাবৃত্তি-বিবর্জ্জিত হইয়া আছে। তদ্ভিন্ন রুরুপ্রভৃতি মৃগগণ শঙ্কা-হীন হইয়া সতত এই রমণীয় উদ্যানে অবস্থান করিতেছে ॥ ৩৮ ॥

এতচ্চালোক্য লোকা অপি পুনরপরাশ্চর্য্যবীক্ষানিরীহা
নেক্ষন্তেহনেন তুল্যং নহি নয়নসুখং বর্ত্ততে বস্তুবিশ্বে।
চেষ্টন্তেহজাততৃপ্তেঃ সকৃদিতিপরিসংবীক্ষণাদীক্ষণানাং
শশ্বৎদ্রষ্টুং সুদৃশ্যোত্তমসকলজগদ্বস্তুজাতপ্রপূর্ণং ॥৩৯॥

জগতে যত উৎকৃষ্ট সুদৃশ্য বস্তু আছে, এই উপবন তৎসমুদয়ে পরিপূর্ণ, সুতরাং ইহা অবলোকন করিয়া জনগণ অন্যান্য আশ্চর্য্য বস্তু দর্শনে নিরীহ হয়; যেহেতু বিশ্ব-মধ্যে ইহার সদৃশ নয়নানন্দপ্রদ বস্তু আর কিছুই নাই, সুতরাং ইহা একবার নিরীক্ষণ করিয়া নয়নের তৃপ্তি না হওয়ায় নিরন্তর নিরীক্ষণ করিবার কারণ চেষ্টা থাকে ॥৩৯॥

লক্ষ্মীনারায়ণোয়ং প্রভুরিহ সদয়ঃ স্বাভিরূপ্যেণ পূজা-
ধিক্যাল্লোকনাথোনিবসতি পরয়া শ্রদ্ধয়াস্যাতিভক্ত্যা।
শ্রীমদ্রাজাধিরাজস্য চ সকলশুভাদ্বৈতনাথোহদ্বিতীয়ো
যৎতৎ পূতা ধরিত্রীতলইতি মহতী রাজতে রাজধানী ॥৪০॥

মহারাজাধিরাজের পরম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পূজাধিক্য-প্রযুক্ত সদয় হইয়া স্বয়ং লোকনাথ লক্ষ্মীনারায়ণ-রূপে এই স্থানে সতত অধিষ্ঠান করিয়া আছেন। ইনি শ্রীমান্ রাজা-ধিরাজের সর্ব্বশুভবিধাতা, সুতরাং অদ্বিতীয়; ইহার অধি-ষ্ঠান-বশত রাজধানী পবিত্র হইয়া ধরিত্রী-মধ্যে বিরাজ করিতেছে ॥ ৪০ ॥

ইয়ং তথাস্যামপি সর্ব্বমঙ্গলা
সুমঙ্গলায়াস্য জগৎসুমঙ্গলা।
সদাশিবারাধ্যপদা সদাতনী
সদাভিরূপ্যেণ সদা বিরাজতে ॥৪১॥

এই রাজধানী-মধ্যে জগৎ সুমঙ্গল-বিধায়িনী সদাশিব-কর্ত্তৃক আরাধ্য-চরণা সদাতনী সর্ব্বমঙ্গলা দেবী মহারাজাধিরাজের সুমঙ্গলের নিমিত্ত সমুজ্জ্বল বেশভূষা সমন্বিত হইয়া সতত বিরাজ করিতেছেন ॥ ৪১ ॥

লসচ্ছিবস্বীয় শিবালয়োত্তমা-
হ্যসংখ্যকাঃ সন্তি সমৃদ্ধিরাজিতাঃ।
বিলোক্য লোকৈরিতি বুধ্যতে ত্বিমান্
বিরাজতেঽত্রৈব হি পার্ব্বতীপতিঃ ॥ ৪২ ॥

এই নগরে দীপ্যমান সমৃদ্ধি-সম্বলিত অসঙ্খ্য শিব ও শিবালয় আছেন, জনগণ এই সমুদয় অবলোকন করিয়া "পার্ব্বতীপতি মহাদেব এই স্থানেই সতত বিরাজ করিতেছেন" ইহা বিবেচনা করে ॥ ৪২ ॥

যথান্নপূর্ণা পতিরাজধানিকা-
বিরাজমানা বিভুসন্নিধিস্থিতা।
তথা ত্বিমাং সৎসুতরাজধানিকা-
মধিষ্ঠিতা তিষ্ঠতি সর্ব্বদা মুদা ॥ ৪৩ ॥

অন্নপূর্ণা নিজ পতির রাজধানী বারাণসী ধামে বিভু-সন্নিধানে যেমন বিরাজমানা আছেন, তদ্রূপ এই সৎ পুত্রের রাজধানীতে সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করত পরম হর্ষে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৪৩ ॥

ইহাত্মজাবাসসুবাসবাসনা-
সুজাসনা কেশরিকল্পিতাসনা।
সবাসনা চাতিবিচিত্রভূষণা
বসন্তি ভূপালকৃপালুদর্শনা ॥ ৪৪ ॥

এই নগরীতে সৎ সুতের আবাসে সুবাস-বাসনা-বশত পদ্মাসনা সিংহাসনা এবং শবাসনা সুবিচিত্র ভূষণ ধারণ-পূর্ব্বক ভূপালের প্রতি কৃপা-দৃষ্টি করত নিয়ত বাস করিতেছেন ॥ ৪৪ ॥

যোগোলোকাধিবাসঃ স বসতি নৃপরাড্‌বাসএষপ্রসন্নঃ
শ্রীরাধাবল্লভঃ শ্রীযুতইহ জগদীশোপ্যশেষোঽবিশেষঃ।
শ্রীমদ্রাজাধিরাজে সুকৃতিনি বিভুরেকান্তকারুণ্যপাত্রে
কুর্ব্বন্ পূর্ণানুকম্পামতিমহতি মহাতাবচন্দ্রে ধরেন্দ্রে ॥ ৪৫ ॥

শ্রীরাধাবল্লভ যিনি নির্ব্বিশেষ ও অনন্ত জগদীশ-রূপে গোলোক ধামে অধিবাস করিয়া আছেন; সেই সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীমতীর সহিত সুপ্রসন্ন হইয়া একান্ত কারুণ্যপাত্র সুকৃতিশালী মহানুভাব শ্রীমদ্রাজাধিরাজ মহতাব্‌চন্দ্ ধরেন্দ্রের প্রতি সম্পূর্ণ অনুকম্পা প্রকাশ করত তদীয় আবাসে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

পুরীয়মেভির্ব্বিবুধালয়ৈর্বুধা-
লয়ৈঃ সদা দর্শনশাস্ত্রপাঠনৈঃ।
মহামহৈশ্চৈব সদা সদাব্রতৈ-
র্ধরাতলে ভাতি পুরীব শাঙ্করী ॥ ৪৬ ॥

এই নগরী প্রাগুক্ত দেবালয় সমুদয়, দর্শনাদি শাস্ত্র সমূহের পাঠনা-প্রচারক বিদ্যালয় এবং মহোৎসব সম্পন্ন সদা-

ব্রতালয় প্রভৃতি দ্বারা ধরাতলে সতত শঙ্কর পুরীর ন্যায় বিরাজ করিতেছে ॥ ৪৬ ॥

সুশ্রেয়ঃস্থানলোকত্রয়পতিভগবদ্ভক্তিসদ্রত্নমুক্তি
শ্রেয়োলাভঃ প্রযত্নাদ্ভবতি চ পঠনাকর্ণনাদ্‌যস্য ভক্ত্যা।
যস্যাং নিত্যং পুরাণস্য চ শুভপঠনং তস্য ভক্ত্যা প্রযত্নাৎ
সেয়ং পূতা ধরিত্রীতলইতি মহতী রাজতে রাজধানী ॥ ৪৭ ॥

ভক্তি ও প্রযত্ন-পূর্ব্বক যে পুরাণ পাঠ বা শ্রবণ করিলে শ্রেয়ঃ সাধন লোকত্রয়াধিপতি ভগবানের প্রতি ভক্তি-বশত সুন্দর রত্নের ন্যায় মুক্তি-স্বরূপ শ্রেয়ঃ লাভ হইয়া থাকে, সেই সমস্ত পুরাণ যে নগরীতে সুরালয় সকলে নিয়ত পঠিত হইতেছে, সেই বর্দ্ধমান রাজধানী ধরিত্রীতলে মহতী ও পবিত্রা হইয়া বিরাজমানা আছেন ॥ ৪৭ ॥

স্থলে স্থলে সন্তি কিয়ন্তউত্তমাঃ
সুরালয়ঃ স্বালয়আলয়োত্তমে।
সুদূরএবাস্তু সুচারুবর্ণনা
নৃপস্য তেষাং গণনাপ্যসম্ভবা ॥ ৪৮ ॥

মহারাজাধিরাজের পরম রমণীয় স্বকীয় আলয়ে স্থলে স্থলে যে কত উৎকৃষ্ট দেবালয় আছে, তাহার সুচারু বর্ণনা করা দূরে থাকুক গণনা করাও সম্ভবপর নহে ॥ ৪৮ ॥

সুচারুকীলালসমীরণস্থলে
স্থলোত্তমে দারজিলিং সমাহ্বয়ে।
সদা হি সুস্থীভবদাময়ান্বিতে
ব্রজত্যয়ং হায়নএব হায়নে ॥ ৪৯ ॥

স্বাস্থ্যকর জল বায়ু জন্য সুবিখ্যাত দারজিলিং নামক

শৈলময় প্রদেশ আছে, যে স্থানে পীড়িত ব্যক্তিগণ অবিচ্ছেদে সুস্থ হইয়া থাকে। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর কোন কোন বর্ষে তথায় গমন করিয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥

অনেন তত্রাপি কৃতা পবিত্রতা-
বিধানবুদ্ধ্যা স্থলতৎস্থলস্থযোঃ।
মহেশগোবিন্দগণেশশঙ্করী
দিনেশদেবপ্রতিমাপ্রতিষ্ঠিতিঃ ॥ ৫০ ॥

মহারাজ সেই স্থান ও তদ্দেশবাসি জনগণের পবিত্রতা বিধান মানসে তাদৃশ দুর্গম দেশেও স্বয়ং শিলাময় মন্দির নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক সদাশিব, নারায়ণ, গণনায়ক, সিংহবাহিনী শঙ্করী ও সূর্য্যদেবের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ॥ ৫০ ॥

অথাস্য সদ্দারজিলিংপুরেঽম্বিকা-
পুরে চ যানে পথি যোজনান্তরে।
স্থলেস্থলেঽবস্থিতিবেশ্মনাং তুলাং
ন যান্তি চান্যক্ষিতিপালবাটিকাঃ ॥ ৫১ ॥

এই নরবরের দারজিলিং নগরে ও অম্বিকাপুরে এবং উক্ত উভয় রাজধানীতে গমন-পথে স্থলে স্থলে যোজনান্তরে অবস্থিতির জন্য যে সমস্ত নিকেতন আছে, অন্যান্য ক্ষিতিপালগণের আবাস-ভবনও তাহার তুল্য হইতে পারে না ॥৫১॥

স্থিতং পুরা চন্দ্রকণাহ্বয়ে পুরে
শ্রুতোক্ত বৈরিং নৃপচন্দ্রকেতুকং।
বিজিত্য রাজ্যং সকলং স্বকং বলা-
চ্চকার বীরো নৃপকীর্ত্তিচন্দ্রকঃ ॥ ৫২ ॥

পূর্ব্বকালে চন্দ্রকোণা নামক প্রসিদ্ধ প্রদেশে চন্দ্রকেতু

নামে এক নৃপতি ছিলেন। তিনি বর্দ্ধমানাধিপতি বীর-কেশরী মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের সহিত বৈর আচরণ করায় মহারাজ তাঁহাকে বল-পূর্ব্বক জয় করত তদীয় রাজ্য নিজ রাজ্যের অন্তর্গত করিয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥

ততঃ পরং চন্দ্রকণাপুরে পুরা-
তনঃ পুমান্ শ্রীরঘুনাথ ঈশ্বরঃ।
সুসেব্যমানঃ খলু বর্দ্ধমানক-
ক্ষিতীশ্বরৈর্ভ্রাজতউত্তমর্দ্ধিভিঃ ॥ ৫৩ ॥

তদবধি চন্দ্রকোণা-দেশে উক্ত চন্দ্রকেতু রাজার প্রতিষ্ঠিত পুরাতন পুরুষ শ্রীরঘুনাথদেব বর্দ্ধমানাধিপতির সুসমৃদ্ধি-দ্বারা সুন্দর রূপে সেব্যমান হইয়া বিরাজ করিতেছেন ॥ ৫৩ ॥

তথা চ বৃন্দাবনআদিপূরুষঃ
স্বকীয়লীলাস্থলঈশ্বরো হরিঃ।
প্রতিষ্ঠিতস্তিষ্ঠতি বর্দ্ধমানভূ-
ভৃতাতিভক্ত্যা পরমর্দ্ধিসংযুতঃ ॥ ৫৪ ॥

অপিচ আদিপুরুষ ঈশ্বর হরি স্বকীয় লীলা-নিকেতন বৃন্দাবন ধামে বর্দ্ধমান-ভুপাল-কর্ত্তৃক ভক্তি-পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত ও পরম সমৃদ্ধি সমন্বিত হইয়া অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন ॥৫৪॥

বিরাজতে যত্র কলৌ যুগেঽধুনা
জগদ্গুরুর্দ্দারুময়ো জগন্ময়ঃ।
ইহাস্য চ প্রাক্তনপূরুষপ্রতি-
ষ্ঠিতামরেশপ্রতিমা বিরাজতে ॥ ৫৫ ॥

এই কলিযুগে জগদাত্মা জগন্নাথ দারুময় হইয়া যে স্থানে বিরাজ করিতেছেন, সেই পবিত্র ক্ষেত্র পুরীর অভ্যন্তরে এই

মহারাজের পূর্ব্বপুরুষ-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুবিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন ॥ ৫৫ ॥

অপূর্ব্বসেবানিয়মঃ কৃতো নয়ো-
রনেকমূল্যাতিবিচিত্রভূষণং।
প্রদত্তমেতস্য তু পূর্ব্বপূরুষৈ
রয়ন্তু তং বর্দ্ধয়তি ক্রমান্নৃপঃ ॥ ৫৬ ॥

প্রাগুক্ত পুণ্যক্ষেত্র-দ্বয়ে মহারাজাধিরাজের পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত যে বিগ্রহ আছেন, তাঁহাদিগের সেবার নিয়ম অতি অপূর্ব্ব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূপালগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠিত দেবতাদিগকে বহুমূল্য বিচিত্র ভূষণ-সমূহ প্রদান করিলেও বর্ত্তমান মহারাজ ক্রমেক্রমে তাহা পরিবর্দ্ধিত করিতেছেন ॥ ৫৬ ॥

ক্ষীরগ্রামে যুগাদ্যা ত্রিভুবনজননী ভক্তিবাধ্যা চ বিদ্যা
বিদ্যাবেদ্যাত্মবিদ্যা সুবিমলমতিভিঃ পীঠমধ্যে প্রসিদ্ধা।
আদ্যারাধ্যাতিহৃদ্যাস্ত্যপি চ পশুপতেঃ সিদ্ধবিদ্যা প্রসিদ্ধা
সিদ্ধঃ সাধ্যঃ সুসিদ্ধোরিপুরপি মন্ত্ররিত্যাগমাদিপ্রসিদ্ধঃ ॥ ৫৭ ॥

ক্ষীরগ্রাম নামক স্থানে পীঠমালা-মধ্যে প্রসিদ্ধা ত্রিভুবন-জননী যুগাদ্যা নামে যে দেবী পশুপতিদেবের সিদ্ধবিদ্যা রূপে প্রসিদ্ধ আছেন; যিনি নির্ম্মলমতি মানবগণের জ্ঞান-গম্য, আত্মবিদ্যা, মহাবিদ্যা এবং আরাধ্যা; যাঁহার সিদ্ধ মন্ত্র আগমাদি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ, শত্রুকেও সাধ্য ও সুসিদ্ধ করে, সেই আদ্যা মূর্ত্তি এই মহারাজের ভক্তিগুণে বাধ্য হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৫৭ ॥

আস্তেহস্মিন্ পীঠমালাপরিগণিতপদাঙ্গুষ্ঠপীঠান্তিকস্তঃ
শাস্ত্রোক্তো ভৈরবোয়ং ত্রিভুবনজনকঃ ক্ষীরখণ্ডেশ্বরাখ্যঃ।
বিশ্বাদ্যেয়ং যুগাদ্যা ত্রিভুবনজনকোভৈরবোহযঞ্চ নিত্যং
দ্বাবেতৌ বর্দ্ধমানেশ্বরসুকৃতিমহতাবচন্দ্রপ্রপূজ্যৌ॥ ৫৮॥

এই পীঠমালা-মধ্যে পরিগণিত পদাঙ্গুষ্ঠ-রূপ পীঠের সন্নিহিত শাস্ত্রবিহিত ক্ষীরখণ্ডেশ্বর নামক ত্রিভুবন-জনক ভৈরব বিদ্যমান আছেন। এই বিশ্ববীজভূতা যুগাদ্যা এবং ত্রিভুবন-জনক ভৈরব উভয়েই বর্দ্ধমানাধিপতি সুকৃতি মহ-তাব্‌চন্দ্ মহারাজাধিরাজ-কর্ত্তৃক প্রকৃষ্ট রূপে পূজিত হইয়া থাকেন॥ ৫৮॥

প্রাসাদোয়মিতি ক্ষিতীশগণসৎপ্রাসাদজেতাহতুল-
শ্চিত্রস্তস্য লসদ্বিশালমুকুরাশ্চর্য্যান্তরালপ্রভঃ।
বিস্ফূর্য্যদ্বিমলোপলাত্মকতলঃ পাষাণসোপানকঃ
প্রাসাদোন্যইব প্রভাতি ভুবনে জিষ্ণোর্জ্জগজ্জিত্বরঃ॥ ৫৯॥

বর্দ্ধমান রাজধানী-মধ্যে যে প্রাসাদ আছে, তাহা অন্যান্য ক্ষিতিপালগণের অট্টালিকা সমুদয় অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎ-কৃষ্ট, ইহাতে নিরুপম চিত্র মূর্ত্তি সমুদয় বিন্যস্ত রহিয়াছে, বিশাল-মুকুর সকলের প্রভা-দ্বারা প্রাসাদের অন্তরাল সমু-দয় সমুজ্জ্বল হইয়াছে, ইহার তলভাগ দীপ্যমান শ্বেত, কৃষ্ণ-প্রভৃতি সংমর্ম্মর প্রস্তর-দ্বারা নির্ম্মিত, সোপান সমুদয় তাদৃশ পাষাণ-দ্বারা প্রস্তুত; অতএব এই জয়শীল প্রাসাদ ভূমণ্ডল-মধ্যে দেবরাজের দ্বিতীয় অমরাবতীর ন্যায় বিরাজ করিতেছে॥ ৫৯॥

অস্মিন্নস্য মহাত্মনো নরপতেঃ সৎকীর্ত্তিপিত্রাদয়ঃ
সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুতে বসন্তি সকলাত্মীয়োত্তমৈঃ স্বর্গতাঃ
যস্মাৎ স্ব-স্ব বপুঃ সমেত্য পুনরন্যত্তাদৃশং সর্ব্বদা
তন্মন্যেহমমুং দিবং সুকৃতিভিঃ প্রার্থ্যাং পরাং নাপরং ॥৬০॥

এই সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সমন্বিত প্রাসাদে মহামতি নরপতির স্বর্গবাসি পিতৃলোক সকল, সমুদয় আত্মীয় ও উদার-বুদ্ধি মহাত্মাগণের সহিত প্রতিকৃতিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহারা যখন স্বস্বরূপে সুরপুরে থাকিয়াও পুনরায় তাদৃশ শরীর ধারণ করত এস্থানে সতত অবস্থান করিতেছেন, তখন বোধ হয় সুকৃতিগণ যে স্বর্গ কামনা করিয়া থাকেন, তাহা এই প্রাসাদ ব্যতীত অন্য স্থান নহে ॥ ৬০ ॥

দৃষ্ট্বা যঞ্চ জনাইহান্যজনপাগারেক্ষণপ্রার্থনাং
নো কুর্ব্বন্তি জগৎপ্রসিদ্ধসকলদ্রব্যোত্তমৈঃ সজ্জিতং।
যত্রাস্তে চ দিনে দিনে বিধুদিনাধীশোদয়াদর্শিকা-
শ্চর্য্যা বিশ্বকৃতা কৃতেব ঘটিকা সোয়ং ভৃশং রাজতে ॥৬১॥

জগতে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট বস্তু আছে, এই প্রাসাদ তদ্দ্বারা সুসজ্জিত, সুতরাং অবলোকন করিলে দর্শক সকল অন্য কোন লোকপাল নৃপতির ভবন অবলোকন করিতে উৎসব প্রার্থনা করে না। যে গৃহে প্রতিদিন চন্দ্র সূর্য্যের উদয়-প্রদর্শক বিশ্বকর্ম্ম-কর্ত্তৃক নির্ম্মিতের ন্যায় আশ্চর্য্য ঘটিকা-যন্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার আশ্চর্য্য শোভা বর্ণন করিতে বর্ণ সকল অবসন্ন হয় ॥ ৬১ ॥

একঃ প্যালেসনামাপরইহ চ মহাতাবমঞ্জীলসংজ্ঞঃ
প্রাসাদোভাজনানো বহুবিধবহুমূল্যাপ্তবস্তূত্তরালৌ।

দ্বাবেতৌ কাচরাজাচিতবিধুশতসঙ্কাশভাঃ সংপ্রদীপা-
ধারাধারৌ ধরণ্যাং বিতনুত উপমানং মিথোন্যো ন কশ্চিৎ ॥৬২॥

এই প্রাসাদের মধ্যে একের নাম প্যালেস্, দ্বিতীয় মহ-তাব্‌মঞ্জিল, উভয়ত্রই বহুবিধ বহুমূল্য ব্যবহারোপযোগী বস্তু শোভমান আছে। ইহারা শত শত সুধাংশু-সম প্রভা-সম্পন্ন রুচির কাচ-নির্ম্মিত দীপাধার ধারণ করত ধরাতলে উভয়েই উভয়ের উপমাস্থল হইয়াছে, অন্য কোন প্রাসাদে ইহাদের উপমা সম্ভাবনা হয় না ॥ ৬২ ॥

অথাত্র সৌধাবলিপূর্ণিমাশশী
প্রকাশয়ত্যুত্তমমুত্তমাং নিশি।
পুরীমিমাং পূর্ণনিশাকরোদয়ে
ন বুধ্যতে কেন তুলেতি কস্য বা ॥ ৬৩ ॥

এই রাজধানী-মধ্যে যে সমস্ত প্রাসাদ-স্বরূপ পূর্ণ সুধাকরের উদয় হইয়া রহিয়াছে, তাহাতেই রজনী সময়ে এই পুরী উত্তম রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে; পরন্তু পৌর্ণমাসী নিশীথিনীতে পূর্ণনিশাকরের উদয় হইলে এই সুধাধবলিত প্রাসাদ ও সুধাকর পরস্পরের কাহার সহিত কাহার তুলনা হইবে, তাহা বোধগম্য হয় না ॥ ৬৩ ॥

কিয়ন্তি সন্তীহ মহান্তি মন্দুরা
মুখানি ভাস্বন্তি গৃহাণি চান্তরা।
সুবর্ণসদ্রত্নমণিপ্রপূরিতা-
নি তস্মিতং নাস্ত্যধুনাপি নো পুরা ॥ ৬৪ ॥

এই রাজধানী-মধ্যে সুবর্ণ সৎরত্ন ও মণি-সমূহ-দ্বারা প্রপূরিত কত দীপ্যমান গৃহ আছে এবং মধ্যে মধ্যে মন্দুরা

প্রভৃতি যে কত বৃহৎ বৃহৎ ভবন আছে, তাহার সংখ্যা পূর্ব্বেও ছিল না, এক্ষণেও সংখ্যা করা যায় না ॥ ৬৪ ॥

সভালয়োঽস্যাতিবিশাল উন্নতো
হ্যপূর্ব্বনির্ম্মাণ কৃতেব নির্ম্মিতঃ।
স্ফুরৎ প্রভাদর্পণগর্ব্বখর্ব্বিতো
বিরাজতে দর্শিজনাঙ্গদর্শনঃ ॥ ৬৫ ॥

এই রাজভবনে অতি উন্নত এবং বিশাল যে সভালয় আছে, বোধ হয় তাহা অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ-কৌশল-সম্পন্ন শিল্পি-দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। উক্ত আলয়ের দীপ্যমান প্রভা-দ্বারা দর্পণের গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া থাকে এবং দর্শক জনগণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উহাতে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় অনায়াসে দর্শন করা যায় ॥ ৬৫ ॥

সুশোভতেঽয়ং সুষমাভিরাত্মনঃ
সুসজ্জিতোপ্যেব সুসজ্জবস্তুভিঃ।
ন যান্তি চাদর্শমুখানি যানি তু
প্রভূষণত্বং কিল ভূষ্যতাং পুনঃ ॥ ৬৬ ॥

এই সভা-সদন নিখিল সুসজ্জ বস্তু-দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াও নিজ সুষমা-দ্বারা সুশোভিত হইয়া আছে; আদর্শ প্রভৃতি গৃহালঙ্কার সমুদয় ইহার ভূষণ না হইয়াও ভূষ্য হইয়া রহিয়াছে ॥ ৬৬ ॥

বিচিত্রশস্তব্যজনপ্রতিপ্রভাং
প্রভাভিরাকর্ষতি চৈষ সুপ্রভঃ।
সভালয়োঽপূর্ব্বমিতীতি দৃশ্যতে
প্রতিক্ষণং দ্বীক্ষণদৃষ্টিভির্জনৈঃ ॥ ৬৭ ॥

সুপ্রভা-সমন্বিত এই সভা-ভবন স্বকীয় প্রভাপটল-দ্বারা বিচিত্র ও প্রশস্ত ব্যজন সমুদয়ের প্রতিবিম্ব আকর্ষণ করিয়া থাকে। অতএব এই সভা-সদন অতি অপূর্ব্ব বিবেচনা করিয়া দর্শকগণ দুই বিষয় নিরীক্ষণ করিবার কারণ নয়ন অর্পণ করত প্রতিক্ষণ ইহা অবলোকন করে ॥ ৬৭ ॥

অপূর্ব্বচন্দ্রাতপসারসাবলী
মৃণালজালৈরপি দীপ্যতে গুণৈঃ।
সমুৎপ্রবদ্ধস্য জনস্য সত্তমৈ-
রনুত্তমস্যাস্য সভাস্থলস্থলে ॥ ৬৮ ॥

এই অপূর্ব্ব সভামণ্ডপস্থলে ঊর্দ্ধভাগে দোলায়মান ব্যজন সমুদয়ের মনোহর গুণ সমুদয় যেন অপূর্ব্ব চন্দ্রাতপ স্বরূপ সরোরুহ সমূহের মৃণালনাল-রূপে দীপ্যমান হইতেছে ॥৬৮॥

তথেহ চৈভির্ব্ব্যজনৈঃ সভাজনৈ-
র্জনৈর্গুণাকর্ষণসাধুচালিতৈঃ।
নিদাঘকালানভিবিদ্ভিরাত্মনঃ
ক্রিয়াঃ ক্রিয়ন্তেঽন্বহমাত্মনাত্মনঃ ॥ ৬৯ ॥

সভাস্থ জনগণ গুণাকর্ষণ-দ্বারা সুচারু রূপে চালিত ব্যজন-ব্যূহ দ্বারা নিদাঘকালের অনভিজ্ঞ হইয়া প্রতিদিন নিজ নিজ ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন ॥ ৬৯ ॥

হিমাগমেঽপ্যেবমশেষমন্ত্রিণো-
প্যমন্ত্রিণো বা পরিচারকাদয়ঃ।
মহানৃপেণার্পিতরাঙ্কবাম্বর-
দ্বয়দ্বয়াঙ্গাইহ ভান্তি সংসদি ॥ ৭০ ॥

এইরূপ হিমাগমে সমস্ত মন্ত্রিগণ এবং তদ্ভিন্ন পরিচারক

16

সকল মহারাজ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত রাঙ্কব নামক শীতনিবারক মৃগলোমজ যুগ্ম বসন-দ্বারা অঙ্গাবরণ করত সভার শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন ॥ ৭০ ॥

অথাত্র দানাদিকসৎক্রিয়া ক্ষণ
প্রবোধনে কর্ম্মসু কর্ম্মিণাং তথা।
নিযোজনে যোজননিঃস্বনশ্রুতিঃ
ক্ষণপ্রবোধা ঘটিকা সুবাদ্যতে ॥ ৭১ ॥

এই রাজধানীতে দানাদি সৎকার্য্য সকলের সময়-নিশ্চয় ও কর্ম্মচারি সকলের কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার সময়-নির্ণয় করিবার কারণ যোজন ব্যবধান হইতে যাহার শব্দ শ্রুতি-গোচর হয়, তাদৃশ ঘটিকা-ধ্বনি হইয়া থাকে ॥ ৭১ ॥

অথান্যথা বিশ্ব বিশেষ কারুণা-
কৃতাইবান্যা বিপলাদিবোধিকাঃ।
অনেকধা সন্তি জনে জনে তথা
স্বয়ম্ভুবাদ্যা ঘটিকাঃ সভান্তরে ॥ ৭২ ॥

অপিচ সভাগৃহ-মধ্যে বিশ্ব সংসারের বিশেষ কারু-কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত বিপলাদি-বোধক বিবিধ ঘটিকা-যন্ত্র বিদ্যমান আছে এবং সভাস্থ সভ্যজনের নিকটেও বিশেষ বিশেষ ঘটিকা বিলোকিত হইয়া থাকে ॥ ৭২ ॥

তথা বহির্দ্বারসমূর্দ্ধসংলসৎ
প্রসিদ্ধবাদ্যধ্বনিনাম্বুদধ্বনিঃ।
তুলাং সতালেন বিতালতামিতঃ
সুচারু নাপ্নোতি মনীষিকল্পিতঃ ॥ ৭৩ ॥

আর পুর-দ্বারের ঊর্দ্ধ অট্টালিকার উপরিভাগে যে সুপ্র-

সিদ্ধ বাদ্যধ্বনি হইয়া থাকে, মনীষিগণ মেঘধ্বনির সহিত তাহার তুলনা করিতে পারেন না; যেহেতু ঘনধ্বনি তাল-হীন, উক্ত বাদ্যধ্বনি তালযুক্ত, সুতরাং উহা অনুপম বলি-য়াই বর্ণনীয় হইল ॥ ৭৩ ॥

অধ্যাপকোব্রজকুমারইহৈষ বিদ্যা-
রত্নোনিশং স বসতি ক্ষিতিভুক্ সভায়াং।
যস্তর্কঘোরজলধের্নিজধীতরণ্যা
পারং সমব্রজদুদারতরঃ সুধর্ম্মা ॥ ৭৪ ॥
অয়ং সুধীসংশয়ভঞ্জনস্থলী
কুশাগ্রধীর্ধীজিতকোবিদাবলিঃ।
অশেষশাস্ত্রোদিতবোধকৌতুকী
বিশিষ্টবাক্ বাক্পতিসন্নিভঃ সুধীঃ ॥ ৭৫ ॥

এই রাজ-সভাতে ব্রজকুমার বিদ্যারত্ন নামক এক জন অধ্যাপক নিরন্তর অবস্থিতি করেন। যে উদার-স্বভাব সুধর্ম্মা নিজ বুদ্ধিরূপ তরণী-দ্বারা তর্ক-স্বরূপ ঘোরজলধির পারগামী হইয়াছেন। এই কুশাগ্র-বুদ্ধি মনীষী সুধী-সকলের সংশয়-ভঞ্জনস্থল; ইনি ধীশক্তি-দ্বারা কোবিদ-বর্গকে পরাজিত করিয়া থাকেন, অশেষ শাস্ত্রানুশীলন জন্য সমুদিত জ্ঞানরাশি সম্ভোগ করত কৌতুকী হইয়া আছেন, ইহাঁর বাক্য অতি উৎকৃষ্ট, ইনি সুধী ও বৃহস্পতি-তুল্য ॥ ৭৪।৭৫ ॥

অথেদৃশস্তারকতত্ত্বরত্নকো
মহাশয়স্তত্ত্বসুতত্ত্ববিত্তমঃ।
সদা চ ষড্দর্শনশাস্ত্রদর্শনো
বিশুদ্ধধীর্গীষ্পতিসন্নিভঃ কবিঃ ॥ ৭৬ ॥

অপিচ এই রাজসভাতে তারকনাথতত্ত্বরত্ন নামক তত্ত্ব-বিষয়ে তত্ত্ববিত্তম এক মহাশয় মনীষী নিয়ত অবস্থিতি করেন। ইনি ষড়্‌দর্শন শাস্ত্রদর্শন জন্য জ্ঞানরাশি-সম্পন্ন বিশুদ্ধ বুদ্ধি, সুকবি এবং ভূমণ্ডলের গীষ্পতি-সন্নিভ ॥৭৬॥

সুতার্কিকো রামতনুঃসুপণ্ডিতঃ
স্মৃতিব্যবস্থাপকউত্তমশ্চ যঃ।
স পৈতৃকং প্রাপ্যপদং চিরাগতং
সভাসুধীত্বেন সদাবতিষ্ঠতে ॥ ৭৭ ॥

রামতনুতর্কসিদ্ধান্ত নামক একজন তর্কবিদ্যা-সম্পন্ন ও উৎকৃষ্ট স্মৃতি-ব্যবস্থাপক সুপণ্ডিত চিরাগত পৈতৃক-পদ প্রাপ্ত হইয়া সভাপণ্ডিত-রূপে সর্ব্বদা অবস্থান করেন ॥৭৭॥

অঘোরনাথোঽস্তি বিশিষ্টশাব্দিকো
ধরেন্দ্রবিদ্যালয়একশিক্ষকঃ।
সুধার্ম্মিকস্তত্ত্বনিধির্মহামতিঃ
সুসাধুবাক্ সৎকবিরুত্তমাকৃতিঃ ॥ ৭৮ ॥

শব্দশাস্ত্র বিদ্যা-বিশিষ্ট, মহামতি, সাধুবাদী, সৎকবি, উত্তমাকৃতি অঘোরনাথতত্ত্বনিধি মহারাজাধিরাজের সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন ॥ ৭৮ ॥

ন কেবলং তত্ত্বনিধিঃ সুশিক্ষকো
নৃপস্য বিদ্যালয়এষ এব চ।
নিয়োজিতোঽধ্যাপনকর্ম্মণি ক্ষিতী-
শ্বরস্য পুত্রস্য তথৈব বিশ্রুতঃ ॥ ৭৯ ॥

এই তত্ত্বনিধি কেবল বিদ্যালয়ের শিক্ষক নহেন, ইনি

মহারাজ-কুমার বাহাদুরের অধ্যাপনা কার্য্যেও নিয়োজিত থাকায়, তদ্রূপেই বিখ্যাত আছেন ॥ ৭৯ ॥

উমেশচন্দ্রঃ শ্রীযুক্তোমহামান্যোমহাকুলঃ।
মুখোপাধ্যায় আস্তেঽত্র দেবতাধ্যক্ষতাং গতঃ ॥ ৮০ ॥

মহামান্য মহাকুলীন শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্রমুখোপাধ্যায় এই রাজধানীতে দেবালয় সকলের অধ্যক্ষতা-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন ॥ ৮০ ॥

অত্র রামময়ঃ শ্রীমান্ চট্টোপাধ্যায় ঈদৃশঃ।
মহাকুলস্তুতদ্দ্রব্যাধ্যক্ষোমান্যোঽস্তি সর্ব্বদা ॥ ৮১ ॥

এইরূপ মান্য মহাকুল-সম্ভূত শ্রীমান্ রামময়চট্টোপাধ্যায় দ্রব্যাধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত আছেন ॥ ৮১ ॥

একো বৈদ্যবরশ্চিকিৎসকপরো বিদ্বত্তমঃ সত্তমঃ
ভোলানাথসমাহ্বয়ঃ সুবিদিতঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রিয়ঃ।
অস্মিন্নস্তি সদা যদৌষধসুধাপানান্নরারুগ্গতা
সদ্যঃ সন্তি সুজীবিতাঃ স চ মহানন্যোঽপ্যনেকে তথা ॥৮২॥

ভোলানাথ নামক একজন প্রধান বৈদ্য-চিকিৎসক এই সভাতে সর্ব্বদা থাকেন। ইনি বিদ্বান্ সত্তম সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত এবং সকলেরই প্রিয়; যাঁহার ঔষধ-সুধা পান করত জনগণ রোগমুক্ত হইয়া সুখে জীবন যাপন করিয়া থাকে। ইনিই প্রধান চিকিৎসক, এতদ্ভিন্ন অন্য অনেক চিকিৎসক আছেন। ৮২ ॥

অথাধুনাস্তীহ সদা স্বপৈতৃকং পদং সমাসাদ্য মহানৃপাদিদং।
মহাশয়োপাধিরয়ং মহাকুলঃ স্বকর্ম্মযোগ্যোহরমোহনদ্বিজঃ ॥৮৩॥

দ্বিজবংশ-সম্ভূত মহাকুল-জাত মহাশয়োপাধি নিজকার্য্যে

উপযুক্ত হরমোহন রায় মহারাজ হইতে স্বকীয় পৈতৃক পদ লাভপূর্ব্বক সর্ব্বদা এই রাজধানীতে বাস করিতেছেন ॥ ৮৩ ॥

একোমন্ত্রিবরোনৃপাধিপনৃপস্যাস্তীহ নিত্যং প্রধী-
র্বিদ্বান্ বিজ্ঞবরঃ সদা হিতকরঃ সাহেব্‌মিলর্নামকঃ।
ভূমীন্দ্রাধিপতেঃ স্বকর্ত্তৃকতয়া রাজ্যং ভৃশং বর্দ্ধয়ন্
সর্ব্বাধ্যক্ষবরো নৃপাধিপনৃপাধীনোনহীনোঽন্যতঃ ॥ ৮৪ ॥

মহারাজাধিরাজের মিলর সাহেব নামক এক বিজ্ঞতম মন্ত্রী আছেন, ইনি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ মহারাজের সতত হিতকারী, ইনি নিজ কর্ত্তৃত্ব-দ্বারা মহারাজের মহৎ রাজ্য নিরন্তর উন্নত করিতেছেন। ইঁনিই সর্ব্বাধ্যক্ষ, কেবল মহারাজাধিরাজের অধীন, অন্য কোন কর্ম্মচারী হইতে হীন নহেন ॥ ৮৪ ॥

একঃ পঞ্চাননাখ্যোঽপরইহ চ জগদ্বন্ধুরেতৌ মহান্তৌ
বন্দ্যোপাধ্যায়তাপ্তৌ বহুদিনকৃতসম্রাড়্বিচারাধিপত্যৌ।
বিদ্বাংসৌ বিজ্ঞবর্য্যৌ নিবসতইহ তদ্বদ্বিচারাধিপত্য-
প্রাপ্তৌ সন্তৌ প্রশান্তৌ জনগণবিদিতৌ সৎকুলৌ সদ্বিচারৌ ॥ ৮৫ ॥

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জগদ্বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় ইহাঁরা উভয়েই বিদ্বান্ ও বিজ্ঞবর ও মহা-বংশোদ্ভব উভয়েই দীর্ঘকাল গবর্ণমেণ্টের বিচার-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, সম্প্রতি মহারাজাধিরাজের বিচার-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সর্ব্বদা এই স্থানে বাস করেন। ইহাঁরা অতি প্রশান্ত-স্বভাব, সদ্বিচারক এবং সকল লোকের নিকটেই বিখ্যাত ॥ ৮৫ ॥

অয়ং ধরেন্দ্রাধিধরেন্দ্রসন্নিধি-
স্থিতিঃ সদৈবং পরমেশ্বরঃ সুধীঃ।
ত্রিবেদবেত্তা খলু বেদরত্নকো
সুমানসো জীবসমো নৃপপ্রিয়ঃ ॥ ৮৬ ॥

পরমেশ্বর বেদরত্ন নামক পণ্ডিত সর্ব্বদা রাজাধিরাজের সন্নিহিত থাকেন, ইনি ত্রিবেদ-বেত্তা প্রশস্ত-চিত্ত বৃহস্পতি-সদৃশ এবং মহারাজের প্রিয়পাত্র ॥ ৮৬ ॥

মহানৃপস্যাস্য সভাসদা ইমে
সদা বসন্ত্যত্র সদাশয়োজ্জ্বলাঃ।
সুপণ্ডিতাস্তান্ত্রিকশাব্দিকাদিকা-
স্তথাপরে সন্তি সদা শতাধিকাঃ ॥ ৮৭ ॥

এই সমস্ত সদাশয় সুপণ্ডিতগণ সর্ব্বদা মহারাজের সভাসদ্ হইয়া আছেন, এতদ্ভিন্ন তান্ত্রিক ও শাব্দিক শতাধিক পণ্ডিত সভা-মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছেন ॥ ৮৭ ॥

বিলাসতস্তাং মহতীং মহাত্মনো
ন বিক্রমাদিত্যনৃপস্য গোষ্ঠিকাং।
মহানৃপস্যাস্য সভাতুলাস্থলং
স্থলে চ কুত্রাপি হি লভ্যতে সভা ॥ ৮৮ ॥

মহাত্মা বিক্রমাদিত্য মহারাজের মহতী সভা এই মহারাজাধিরাজের সভার তুলনা স্থান, তদ্ভিন্ন এই ভূমণ্ডল মধ্যে এ সভার উপমা স্থান, আর কুত্রাপি নাই ॥ ৮৮ ॥

শ্রুতং হি সা চেৎ নবরত্নিকা সভা
স্থিতেতি চৈষা সমিতিস্ত্রিরত্নিকা।

গুণেন রত্নত্রযমিত্যসৌ হি তৎ
সভায়তে যন্নবরত্নকায়তে ॥ ৮৯ ॥

শ্রুত আছে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্ন ছিলেন, বর্দ্ধমানাধিপতির সভায় তত্ত্বরত্ন, বিদ্যারত্ন ও বেদরত্ন এই তিনরত্ন আছেন, কিন্তু এই তিনরত্ন গুণ-দ্বারা যখন নবরত্ন হইতেছেন, তখন এই সভাও সেই সভার সদৃশী হইতেছে ॥ ৮৯ ॥

এতস্যা রাজধান্যাঃ পরিষদি বহবঃ প্রাড়্বিবাকা মহান্তো
ধীমন্তঃ সন্তি সন্তঃ পরিণতহৃদয়া রাজকার্য্যে বিচার্য্যে।
পক্ষে স্বীয়ে বিপক্ষেপি চ সমমতয়োমন্ত্রিণশ্চাপ্যনেকে
সন্মন্ত্রা বন্দিবর্গা অপি বহুসুহৃদো ভৌরিকা নৈষ্কিকাশ্চ ॥৯০॥

এই রাজধানীর পারিষদ্ মধ্যে অনেকানেক ধীমান্ মহান্ বিচার্য্য রাজ-কার্য্যে পরিণত হৃদয় সাধু প্রাড্ বিবাক সকল বর্ত্তমান আছেন এবং স্বকীয় পক্ষে ও বিপক্ষ পক্ষে সম-মতি অনেকানেক সৎমন্ত্রণাকারী মন্ত্রী আছেন, আর বন্দিগণ সুহৃদ্গণ ধনাধ্যক্ষ-প্রভৃতি প্রভূত কর্ম্মচারী বিদ্যমান রহিয়াছেন ॥ ৯০ ॥

যস্যামেবং সমর্য্যা প্রভবতি সততং বুদ্ধিমৎ বিজ্ঞবর্য্যা
কার্য্যাকার্য্যাবিচার্য্যা বুধহৃদসুখসম্ভারকার্য্যাতিবার্য্যা।
বিপ্রাচারপ্রচার্য্যা শ্রুতিবিধিমতসদ্ধর্ম্মকার্য্যাতিশয্যা
সেয়ং বর্য্যা সপর্য্যা ভবতু চ লভতাং রাজধানী জয়ায্যা ॥ ৯১ ॥

যে রাজধানীর সভা সতত বুদ্ধিমান্ বিজ্ঞ বর্য্যগণ-দ্বারা অধিষ্ঠিত, যাহাতে কার্য্যাকার্য্যের বিচার হইয়া থাকে, পণ্ডিতগণের হৃদয়-গত অসুখ সম্ভারের এককালে নিবারণ

হয়, যাহাতে বিপ্রগণের আচার ব্যবহার প্রচার হয়, শ্রুতি ও বিধি সম্মত সৎকার্য্য সকলের আতিশয্য হইয়া থাকে, সেই এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, রাজধানী জয়শীলা হইয়া সর্ব্বত্র সপর্য্যা লাভ করুন ॥ ৯১ ॥

নষ্টাদুষ্টাতিচেষ্টা নরপতিপরিষন্মধ্যএষা গরিষ্ঠা
শ্রেষ্ঠাদিষ্টালঘিষ্ঠা ক্বচিদপি নহি সৎকষ্টসুস্পষ্ট নষ্টা।
শ্রীমদ্রাজাধিরাজস্য চ কিল মহতঃ সুষ্টুবাক্ শিষ্টবর্গা
স্থেষ্ঠা শিষ্টেষ্টচেষ্টা প্রভবতু সততং মে শুভাশীর্গরিষ্ঠা ॥ ৯২ ॥

মহারাজাধিরাজের পরিষদ্ মধ্যে ইহাই গরিষ্ঠ যে, নষ্ট-লোক সকলের চেষ্টা এককালেই বিনষ্ট হইয়া আছে, শ্রেষ্ঠ লোক সকলের আদিষ্ট বিষয় সমুদয় কদাচ লঘিষ্ঠ হয় না, সাধু সকলের কষ্ট সুস্পষ্টরূপে নষ্ট হইয়াছে, শিষ্টবর্গ সুষ্টু-বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। রাজ-পুরুষগণ শিষ্টলোক সকলের ইষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকেন, এই সমস্ত বিষয় স্থির হউক, এই আমার শুভাশীর্ব্বাদ রহিল ॥ ৯২ ॥

পুরীমবন্তি প্রথমং পৃথক্ পৃথক্
স্থলস্থিতা পার্শ্ব চতুষ্টয়েঽহিতাৎ।
নিতান্তদুর্দ্দম্য কৃতান্তভীষণাঃ
সসৈন্যসেনাপতয়োধৃতাযুধাঃ ॥ ৯৩ ॥

কৃতান্ত-সম ভীষণ-মূর্ত্তি নিতান্ত দুর্দ্দম্য সসৈন্যসেনাপতি সকল অস্ত্র-ধারণ-পূর্ব্বক প্রথমত রাজপুরীর চতুষ্পার্শে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান করত অহিত হইতে এই পুরীকে রক্ষা করিতেছে ॥ ৯৩ ॥

ততো বহির্দ্বারি বিভীষণেক্ষণাঃ
প্রতিক্ষণং দূরসমীক্ষলোচনাঃ।

সুতীক্ষ্ণশস্ত্রাগ্রক্ষ্বাণুবাণপা

ভৃশং প্রতীহারগণা ভ্রমন্তি চ ॥ ৯৪ ॥

অনন্তর, বহির্দ্বারে বিভীষণদর্শন দূর-সমীক্ষণলোচন-সম্পন্ন সুতীক্ষ্ণ শস্ত্রাগ্র-যুক্ত বন্দুকধারী প্রতীহারিগণ প্রতি-ক্ষণ ভ্রমণ করিতেছে ॥ ৯৪ ॥

অমিত্রসংক্রান্তজনান্তকারকাঃ

সমুগ্রধারাস্ত্রবিশেষধারকাঃ।

সভাচতুর্দ্দিক্ষু চ কুর্ব্বতে ততঃ

পদাতয়ঃ কেচন পাদচালনাং ॥ ৯৫ ॥

কোন কোন পদাতি অমিত্র সংক্রান্ত জনগণের অন্তকর-রূপে নিতান্ত উগ্রধার অস্ত্র বিশেষ ধারণ করত সভাসদনের চতুর্দ্দিকে পাদ-চালনা করিয়া থাকে ॥ ৯৫ ॥

পদে পদে সন্তি পদাতয়ঃ পদাৎ

পদং ন গচ্ছন্তি ততো নিরূপিতাৎ।

সমুজ্জ্বলৎ বেশবিশেষ শোভিতাঃ

সমাগতোদন্তনিবেদনক্রিয়াঃ ॥ ৯৬ ॥

স্থানে স্থানে যে সমস্ত সমুজ্জ্বল বেশ বিশেষ সুশোভিত পদাতি প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত আছে, তাহারা নিরূপিত স্থান হইতে একপদও বিচলিত হয় না, উহারা কেবল সভাগত ব্যক্তিগণের আগমন বার্ত্তা নিবেদন করিয়া থাকে ॥৯৬॥

অনেকএবাত্রধরাসুরাস্তথা

নিযোজিতা বৈতনিকা মহাকুলাঃ।

ধনাগমাতিব্যয়লেখ্যলেখকা

মহীভৃতা ধর্ম্মধিয়া সুধার্ম্মিকাঃ ॥ ৯৭ ॥

ধর্ম্ম-নিষ্ঠ মহীপাল অনেকানেক মহাকুল-সম্ভূত সুধার্ম্মিক ধরাসুর সকলকে বেতন দান-পূর্ব্বক রাজ্য সংক্রান্ত ধনাগম ও ব্যয় বিষয়ের লেখ্য লেখন কার্য্যে নিযোজিত করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৯৭ ॥

অসংখ্যকাএবমশেষদিগ্‌বিদিগ্নি-
বাসিবিপ্রাঃ কৃতিনোবুধাস্তথা।
কুলীনবর্গা অপি বাকুলীনকা
মহান্ত আয়ান্তি জনা ইহার্থিনঃ ॥ ৯৮ ॥

মহারাজাধিরাজের রাজশ্রী সন্নিধানে নানাদিগ্‌ বিদিক্‌ হইতে অশেষ দেশবাসি অসংখ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, শিল্প-কার্য্য-নিপুণ মানবগণ, কুলীনবর্গ, বংশজ সকল ও মহান্ত গণও অর্থী হইয়া আগমন করেন ॥ ৯৮ ॥

সমাগতাএতইতো মহানৃপা-
ধিপাত্তএবোচিতমর্থমাত্মনঃ।
গুণাদিভিশ্চাত্মনআগতক্ষণা-
দবাপুরদ্যাপি চ লভ্যতে তথা ॥ ৯৯ ॥

সমাগত যাচক সঁকল আপন আপন গুণানুসারে আগমন মাত্রেই মহারাজ সন্নিধান হইতে সমুচিত অর্থ লাভ করিয়া থাকে, পূর্ব্বকাল হইতে অদ্যাপি এই প্রকারে যাচক সকলের প্রতি সৎকার প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৯৯ ॥

ন চাপ্তএবং খলু বর্ত্ততে জনো
ধনং কুলজ্ঞানবিবেচনোচিতং।
ইহেত্য কশ্চিৎ বুধএব বাবুধো-
ধিকস্ত্বনেকে দ্বিরিতাস্ত্রিধাপি বা ॥ ১০০ ॥

এই রাজধানীতে আগমন করিয়া পণ্ডিতই হউন, অথবা যে কোনরূপ মনুষ্য হউক এমন লোক নাই যে কুল ও জ্ঞানানুসারে সমুচিত ধন প্রাপ্ত হয় নাই। অধিকন্তু অনেকানেক ব্যক্তি দুই বার কেহ বা তিন বার মহারাজের নিকট অর্থ লাভ করিয়াছে ॥ ১০০ ॥

নিতান্তদুর্ভিক্ষইহাগ্রএষকো
দিনে দিনে দীনজনেভ্য এককঃ।
অশেষদেশেষু বিশেষ যত্নতঃ
সচেলকান্নানি দদৌ মহানৃপঃ ॥ ১০১ ॥

ইত্যগ্রে ১২৮০ সালে যখন এদেশে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তৎকালে একাকী এই মহারাজ বিশেষ যত্ন-সহকারে নানাদেশে প্রতি দিন দীন হীন জনগণকে অন্ন বস্ত্র দান করিয়াছিলেন ॥ ১০১ ॥

চিরস্থতাং যান্তি যথা প্রবর্ত্ততে
তথাচিরস্থাপিতপাঠনালয়া।
অয়ং ধরাধন্যতরো ধনব্যয়ে
ধরাপি ধন্যেতি ধরেন্দ্রসংধর্ত্তা ॥ ১০২ ॥

মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সংস্কৃত, ইংরেজী, পারসী, বাঙ্গলা ও বালিকা বিদ্যালয় সকল যাহাতে চিরস্থায়ি হয়, তদ্রূপে উক্ত বিদ্যালয় সমুদয় স্থাপন করিয়াছেন, ধরা-মধ্যে ধন ব্যয় বিষয়ে এই মহারাজই ধন্য এবং ধরণীও এতাদৃশ ধরেন্দ্রকে ধারণ করত ধন্যবাদ লাভ করিয়াছে ॥ ১০২ ॥

কিয়ংস্তু যজ্ঞোপনয়েষু ধর্ম্মতঃ
সুধার্ম্মিকোহয়ং প্রতিহায়নং দদৌ।

দদাতি বিত্তানি চ সাধু তৎ সমা-
পনায় নাস্ত্যেতদিয়ত্ত্বমাত্মনা ॥ ১০৩ ॥

এই সুধার্ম্মিক নরপতি প্রতি বর্ষে কত শত ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়ন উপলক্ষে তাহা সমাপনার্থ ধর্ম্মানুসারে কত ধন দান করেন, তাহার সংখ্যা হয় না ॥ ১০৩ ॥

সুতাসুতোদ্বাহবিশেষমঙ্গল-
ক্রিয়াসু লোকেভ্যইহ ক্ষিতীশ্বরঃ।
অসংখ্যকেভ্যোহ্যয়মন্বহং মুদা
দদাতি বিত্তানি বিদেশদেশয়োঃ ॥ ১০৪ ॥

এই ক্ষিতীশ্বর দেশ বিদেশ বাসি অশেষ জনগণের কন্যা পুত্রের বিবাহাদি বিশেষ মঙ্গল ক্রিয়াকালে প্রতি দিন সানন্দ-চিত্তে বিত্ত বিতরণ করিয়া থাকেন ॥ ১০৪ ॥

অশেষধর্ম্মাতিবিশেষধর্ম্ম স-
জ্জলাশয়োৎসর্গবিধির্ব্বিধানতঃ।
কৃতোঽমুনা যত্র চ যত্র নো জলং
প্রযত্নতস্তত্র চ তত্র ধর্ম্মতঃ ॥ ১০৫ ॥

এই মহারাজ সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যে বিশেষ ধর্ম্ম বিজ্ঞাত হইয়া কত কত বিপুল জলাশয় উৎসর্গ করিয়াছেন, উক্ত জলাশয় সমুদয় যে এক স্থানেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—এরূপ নহে, যে যে প্রদেশে জলাশয় ছিল না, ইনি প্রযত্ন-পূর্ব্বক সেই সেই স্থানে জলাশয় করিয়া দিয়াছেন ॥ ১০৫ ॥

গ্রহেরবীন্দ্বোরপি বাফলাক্ষয়
শ্রুতিশ্রুতৌ শ্রীহরিতোষবাসনঃ।

বিবাসনাঃ সন্তি যথাধনেঽর্থিনো
ধনান্যসৌ যচ্ছতি পুণ্যকীর্ত্তনঃ ॥ ১০৬ ॥

এই পবিত্র-কীর্ত্তি মহারাজ সূর্য্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণ সময়ে দান করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয়, ইহা শ্রুতি-বাক্যে শ্রবণ করিয়া নারায়ণের প্রীতি কামনা করত যাচকগণকে এত ধন দান করেন যে, তদ্দ্বারা তাহাদিগের ধন-লালসা চরিতার্থ হইয়া থাকে ॥ ১০৬ ॥

ধনেন তুল্যো যদিকশ্চনামুনা-
ধরাতলে তিষ্ঠতি বা ধরাধিপঃ।
তথাপ্যতুল্যোযমিতি প্রচক্ষতে
বিচক্ষণৈর্ধর্ম্মধনৈরসংখ্যকৈঃ ॥ ১০৭ ॥

ধরাতলে কোন ধরাধিপ যদিও ধনে ইহাঁর তুল্য থাকেন, তথাপি বিচক্ষণগণ ইহাঁর অসংখ্য ধর্ম্ম ধন হেতু 'অন্য কোন রাজার সহিত ইহাঁর তুলনা হয় না'— ইহাই কহিয়া থাকেন ॥ ১০৭ ॥

ধনক্রিয়েকৈব প্রবর্ত্ততেঽনিশং
দিনে দিনে দীনজনে তদর্পণং।
মহানৃপস্যাস্য সদাব্রতাদিভিঃ
প্রধানতামেষ ইতোঽন্য ভূপতঃ ॥ ১০৮ ॥

প্রতি দিন দীন হীন জনগণকে ধন দান করাই ইহাঁর একটি বিশেষ কার্য্য, বিশেষত এই মহানৃপতি সদাব্রতাদি দান-দ্বারা অন্যান্য ভূপতিগণ অপেক্ষা প্রধান্য লাভ করিয়াছেন ॥ ১০৮ ॥

ইয়ত্ত্বনিষ্ক্রান্তমহত্ত্বদর্শনা-
দপীতি যৎ প্রোক্তময়ং মহানৃপঃ।
ন তদ্বিসম্রাড়্বরয়াসুশোভনং
মহামহাদিত্বমিহোচিতং স্থিতং ॥ ১০৯ ॥

এই মহীপতির যে কত মহত্ত্ব তাহার পরিমাণ দৃষ্টি-গোচর না হওয়ায় যদিও মহারাজ উপাধি আছে, কিন্তু যখন ইনি আসমুদ্র মহীমহেন্দ্র হইয়াছেন, তখন ইহাঁর মহা-মহারাজ এই উপাধি হওয়াই উচিত হয়॥ ১০৯ ॥

যথা মহত্ত্বাপরিমাণদর্শনা-
ত্রয়োদশী নৈকমহাপদাদিকা।
পুনর্ম্মহত্ত্বাপরিমাণদর্শনান্-
মহামহাদ্যাভিহিতা বিধানতঃ ॥ ১১০ ॥

যেমন মধু-কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর মহত্ত্ব পরিমাণ দর্শনাভাবে তাহার নাম মহাবারুণী হইয়াছে, পুনরায় তাহার মহত্ত্ব পরিমাণের দর্শনাভাবহেতু যেমন মহা মহাবারুণী নাম হইয়াছে, তদ্রূপ এই মহারাজ মহা মহারাজ উপাধি-যুক্ত হইলেই সুশোভিত হয়েন॥ ১১০ ॥

অনেকধা সন্তি মহান্তি বৈদিক
ব্রতানি তত্রাভিহিতা প্রতিষ্ঠিতিঃ।
ক্রিয়ৈকধাস্যৈব তু সৎ সদাব্রত-
প্রতিষ্ঠিতিঃ প্রত্যহমেব তিষ্ঠতি ॥ ১১১ ॥

ইহাঁর অনেক প্রকার সুমহৎ বৈদিক-ব্রত আছে, তাহার প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে, কিন্তু নিয়ত যে সদাব্রত আছে তাহার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ সমাপ্তি নাই॥ ১১১ ॥

যদাযমুর্ব্বীশবরঃ সুরাপগা-
বগাহনায়ৈতি নিজাম্বিকাপুরে।
তদা পুরীযং পদবীচ তাবতী
সমেতি শোভাং পরমাং সমৃদ্ধিভিঃ॥ ১১২॥

যৎকালে এই উর্ব্বীশ্বর সুর-তরঙ্গিনীতে অবগাহনার্থ নিজ অম্বিকা-রাজধানীতে গমন করেন, তৎকালে সেই পুরী এবং সমস্ত পথ সমৃদ্ধি-সমূহে পরম শোভা ধারণ করে॥ ১১২॥

প্রদীপ্তকার্ত্তস্বরদণ্ডভাস্বর
প্রকাণ্ডবস্ত্রব্যজনিব্রজা দ্রুতং।
মহানৃপস্যোত্তমযানসন্নিধা-
বনুক্রমাদ্যান্তি জনা হিতস্বনাঃ॥ ১১৩॥

প্রদীপ্ত কনক-দণ্ড ভাস্বর প্রকাণ্ড বস্ত্র-ব্যজনধারি জনগণ (আড়ানিধারি) দ্রুতপদে এই জনাধিনাথের রুচির যান-সন্নিধানে অনুক্রমে হিতকর রব করত গমন করিয়া থাকে॥ ১১৩॥

ধৃতস্ফুরদ্ধাটকদণ্ডহাটক
প্রধানদণ্ডাদিসুচারুচামরাঃ।
চলন্তি চান্যে বহবোপ্যনেকধা
নৃপর্দ্ধিবাণাদিশয়াঃ সমাহিতাঃ॥ ১১৪॥

অন্যান্য বহুল কিঙ্করগণ সমুজ্জ্বল সুবর্ণ-দণ্ড-সমন্বিত সুচারু চামর ধারণ করত গমন করে, তদ্ভিন্ন অনেকানেক ব্যক্তি মহীপতির-সমৃদ্ধি-সদৃশ শস্ত্র-সমূহ ধারণ করত সমাহিত হইয়া গমন করিয়া থাকে॥ ১১৪॥

স্বর্ণদণ্ডাদিসমগ্রবেষ্টনো-
জ্জ্বলচ্ছবিচ্ছত্রকরোদ্ধৃতাস্তথা।
চলন্ত্যমুষ্যাল্প পুরোপি পার্শ্বয়ো-
রপূর্ব্বযানস্য সুসজ্জিতা জনাঃ॥ ১১৫॥

সুসজ্জিত জনগণ স্বর্ণ-দণ্ড-প্রভৃতি সমগ্র বেষ্টন-দ্বারা সমুজ্জ্বল ছত্র-ধারণ করত মহারাজাধিরাজের অপূর্ব্ব যানের কিঞ্চিৎ পুরোভাগে ও পার্শ্ব-দ্বয়ে পাদ বিক্ষেপ করিয়া থাকে॥ ১১৫॥

ব্রজন্তি চান্যে সমনুজ্ঞয়া সুখং
ধরাপতেঃ সৎ শিবিকাঅধিষ্ঠিতাঃ।
অদূরপশ্চাদপি মন্ত্রিণস্তথা
শতাধিকাঃ শিক্ষিতরাজসেবকাঃ॥ ১১৬॥

ধরাপতির অনুমতিক্রমে অদূরে পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্ত্রিগণ ও সুশিক্ষিত রাজ-সেবক সকল সুন্দর শিবিকায় আরোহণ-পূর্ব্বক পরম সুখে গমন করিয়া থাকেন॥ ১১৬॥

পদাতয়োগ্রে প্রথমং পৃথক্কৃতাঃ
পদাতিরাজেন গজাদিপংক্তিতঃ।
চলন্তি মত্তেভপরাক্রমাঃ সম
ক্রমাদপূর্ব্বপ্রতিদৃশ্যতামিতাঃ॥ ১১৭॥

অগ্রভাগে প্রথমত গজগণ গমন করিতে থাকায় পদাতি-পতি-কর্ত্তৃক মত্ত-মাতঙ্গ সম-বিক্রম পদাতিগণ পৃথক্ কৃত হইয়া সমক্রমে পাদ-বিক্ষেপ করায় অপূর্ব্ব সুদৃশ্য হইয়া থাকে॥ ১১৭॥

অনেকলেখাঃ পরিপার্শ্বযোজিতাঃ
প্রদীপ্তনীলোজ্জ্বলবর্ম্মসংধৃতাঃ।
সমুজ্জ্বলচ্ছোণশিরস্ত্রকাইমে
সৃজন্তিবা কোকনদীয়কাননং ॥ ১১৮ ॥

প্রদীপ্ত নীলবর্ণ উজ্জ্বল বর্ম্মধারি পদাতিকগণ পার্শ্ব-দ্বয়ে নিযুক্ত থাকিয়া সমুজ্জ্বল রক্তবর্ণ শিরস্ত্র-ধারণ করায় যেন কোকনদ কাননের ভ্রম উৎপাদন করিয়া থাকে ॥ ১১৮ ॥

সুঘোরধারাস্ত্রকরাস্তথা পরে
কিয়ন্ত এতেষু সমীকপেশলাঃ।
ব্রজন্তি চ স্কন্ধধৃতাপি ভীষণ-
প্রভাগ্রশস্ত্রাগ্রকৃষানুবাণকাঃ ॥ ১১৯ ॥

অপরে প্রকাণ্ড ঘোরতর অস্ত্র-ধারণ করত এবং কোন কোন সমর-নিপুণ সৈনিকগণ স্কন্ধদেশে ভীষণতর শস্ত্রাগ্র-সমন্বিত বন্দুক-ধারণ-পূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে ॥ ১১৯ ॥

সুসজ্জনা মত্তমতঙ্গজাঃ মুহু-
র্ব্রজন্তি বৃংহন্তইতোগ্রতঃস্থিরাঃ।
সুদূরতো বৃংহনবারিতারয়ো
দিবস্পতের্বারণরাজবিক্রমাঃ ॥ ১২০ ॥

ইহাদিগের অগ্রভাগে ঐরাবত তুল্য বিক্রম-সম্পন্ন সুসজ্জিত মতঙ্গজগণ স্থিরভাবে বৃংহন করত বহুদুর হইতে বারম্বার বৈরিগণকে নিবারণ করিতে করিতে গমন করিয়া থাকে ॥ ১২০ ॥

চলন্ত এতে করিণঃ সুচঞ্চলাঃ
সপংক্তিবদ্ধাঃ পরিপার্শ্বযোজিতাঃ।

বিচিন্তয়ন্তীত্যতিদূরদর্শিনঃ
শিলোচ্চয়া বাপি পুনশ্চলন্তি তে ॥ ১২১ ॥

এই সুচঞ্চল করিগণ যখন পার্শ্ব-দ্বয়ে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গমন করে, তৎকালে অতিদূর হইতে দর্শনকারি জনগণের বোধ হয়, যেন অচল সকল সচল হইয়া গমন করি-তেছে ॥ ১২১ ॥

ইতোগ্রতঃ শৈলসমুদ্বহক্ষমাঃ
প্রকাণ্ডবাহাঃ শকটাবিশঙ্কটাঃ।
রথানুকল্পাঅপি তে রথোত্তমা-
শ্চলন্ত্যপূর্ব্বাঅমিতাঃ সুশোভিতাঃ ॥ ১২২ ॥

করি যূথের অগ্রভাগে শৈল বহনসক্ষম প্রকাণ্ড বাজি রাজি এবং রথের অনুকল্প অপরিমিত অপূর্ব্ব সুশোভিত বিশঙ্কট শকট সকল উৎকৃষ্ট রথের ন্যায় চালিত হইয়া থাকে ॥ ১২২ ॥

বসূন্যজস্রং বিতরন্তি বিস্তরাৎ
গৃহাত্ততো যাদবপাদজাতটং।
ধরাপতের্ম্মন্ত্রিগণাইহস্থিতা
অনুজ্ঞয়া দীনজনেভ্যআত্মনা ॥ ১২৩ ॥

অনন্তর, ধরণীপতির অম্বিকাস্থ কর্ম্মচারিগণ রাজাধিরাজের অনুজ্ঞানুসারে রাজ-ভবন হইতে জাহ্নবীতীর পর্য্যন্ত দীন দরিদ্র সকলকে নিরন্তর ধন বিতরণ করিয়া থাকেন ॥১২৩॥

অসংখ্যসংখ্যাতিবিশঙ্কসাদিনো
ভবন্তি সম্পত্তিগণাগ্রগামিনঃ।
তদা তদধ্বাভিমুখাধ্বনীনসং
গতাগতাবস্থিতিবারিণোরবৈঃ ॥ ১২৪ ॥

তৎকালে পদাতিগণের অগ্রগামি শঙ্কা-জনক অসংখ্য অশ্ববার সৈনা সকল রব-দ্বারা সেই পথে গমনাগমনকারি পথিকগণের গতাগতি ও অবস্থিতি নিবারণ করিয়া থাকে।। ১২৪ ।।

মুহুঃ প্রকুর্ব্বন্তইমে তুরঙ্গমাঃ
কঠোরহেষামতিরোষতঃ স্বতঃ।
সুচারুধারা করুণাতিপেশলা
ব্রজন্তি বাতোপমবেগবিক্রমাঃ ॥ ১২৫ ॥

সমীরণ-সদৃশ বেগ ও বিক্রম-সম্পন্ন তুরঙ্গমগণ স্বভাবত অতিশয় রোষ বশত বারম্বার কঠোর হ্রেষাধ্বনি করত সুচারু গতি-দ্বারা অতি সুশোভিত হইয়া গমন করে।। ১২৫ ।।

মহানৃপস্যাসিতকীর্ত্তি সৎ সিত-
ত্বরস্বিবাহা অতিদূরদিক্ষ্বিতাঃ।
চলন্তি চ ক্বাপি ন ধাবনস্থলং
ততো ন ধাবন্তি রয়েন বাজিনঃ ॥ ১২৬ ॥

মহারাজের অপরিমিত কীর্ত্তি-সদৃশ একান্ত শুভ্রবর্ণ বেগ-বান্ বাহগণ অতিদূরদিক্ সমুদয়ে গমন করিয়াছে, তথাচ তাহাদিগের মনোগত ধাবন স্থল লাভ হয় নাই, এজন্য তাহারা অতিবেগে ধাবিত হয় না।। ১২৬ ।।

পুরঃ প্রকাশস্তইতোতিলোহিতো
জ্জ্বলৎপতাকাধৃতপঞ্চসাদিনঃ।
বিশেষতশ্চিহ্নমিদং মহানৃপেহ-
রুণোদয়াদগ্রইবারুণোদয়ঃ ॥ ১২৭ ॥

মহারাজের গমনকালে লোহিতবর্ণ উজ্জ্বল-পতাকাধারি

পঞ্চ অশ্বারোহী অগ্রে অগ্রে গমন করে, দিবাকরের উদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয়ের ন্যায় মহারাজাধিরাজের ইহা বিশেষ চিহ্ন ॥ ১২৭ ॥

সমাগতস্যাস্য ধরাপতেঃ ক্রমা-
জ্জগত্ত্রয়োদ্ধারিতরঙ্গিনীতটে।
অতীব ভক্ত্যা শুভমজ্জনক্ষণে
ত্রিলোকগঙ্গামিলিতা ভবন্তি বা ॥ ১২৮ ॥

মহারাজ যৎকালে জগৎ-ত্রয়ের উদ্ধারকারিণী তরঙ্গিনী-তটে অবগাহনার্থ আগমন করেন, তৎকালে তাঁহার শুভ মজ্জনক্ষণে একান্ত ভক্তি-বশত বোধ হয়, যেন ত্রিলোকীর গঙ্গা একত্রিতা হয়েন ॥ ১২৮ ॥

অথাত্র নারায়ণকর্ত্তৃকস্থলে
স্থলোত্তমে পূততমোয়মুত্তমং।
সমাপ্য দানাদ্যবতিষ্ঠিতেত্রতু
স্ব রাজধান্যামপি বাসরান্ বহূন্ ॥ ১২৯ ॥

এই পবিত্র-তীর্থ ভাগীরথীতীরে পবিত্রতম মহারাজ উৎকৃষ্ট দানাদি কার্য্য সমাধান করত কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া থাকেন এবং স্বীয় রাজধানীতে বহু বাসর যাপন করেন ॥ ১২৯ ॥

অভীষ্টদাতা খলু বিশ্বপাবনা-
ভিধানআদির্জগতাং শুভাশ্রয়ঃ।
হরির্ম্মহত্যা কৃপয়া ধরাধিপে
বিরাজতেত্রাপি চ লালজী শ্রিয়া ॥ ১৩০ ॥

অভীষ্ট-দাতা জগতের আদি কারণ বিশ্ব-পাবন সর্ব্বমঙ্গল

নিলয় ভগবান্ হরি এই ধরাধিপতির প্রতি মহতী কৃপা-বশত অম্বিকাপুরে প্যারিজীর সহিত লালজী নামে বিরাজ করিতেছেন। ১৩০ ॥

ন বেত্তি বেদো ন চ বাপি চ স্মৃতি-
র্ব্বিদন্তি শাস্ত্রাণ্যপি নো যমীশ্বরং।
তদষ্টমূর্ত্তেঃ প্রতিমূর্ত্তিমন্মঠাঃ
প্রতিষ্ঠিতাঃ সন্তি শতাধিকাস্তথা ॥ ১৩১ ॥

বেদ যাঁহাকে জানে না, স্মৃতি-শাস্ত্র যাঁহাকে নির্ণয় করিতে পারে না এবং যে ঈশ্বরকে অন্যান্য শাস্ত্র সকল জ্ঞান করিতে সমর্থ নহে, সেই অষ্ট-মূর্ত্তি মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তি বিশিষ্ট শতাধিক মঠ সমুদয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥ ১৩১ ॥

সুরালয়ৈরেভিরনেকধা পরৈ-
রিয়ং তথোদ্যানবরৈঃ সরোবরৈঃ।
মনোহরৈশ্চৈব মনোহরাভব-
ত্যতীবপূতাপি চ রাজধানিকা ॥ ১৩২ ॥

এই রাজধানী প্রাগুক্ত নানাবিধ দেবালয় মনোহর সরোবর ও উদ্যান-নিকর-দ্বারা মনোহরা ও পবিত্রতরা হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৩২ ॥

অমুষ্য প্রত্যাগমনক্ষণে পৃথক্
পৃথক্কৃতাস্তে পদগাদয়স্তথা।
প্রতিব্রজন্ত্যুৎকটবিক্রমাঃ ক্রমাৎ
সুখেন সর্ব্বেপি চ বর্দ্ধমানকে ॥ ১৩৩ ॥

মহারাজাধিরাজের অম্বিকা রাজধানী হইতে বর্দ্ধমান রাজধানীতে প্রত্যাগমনকালে সেই সমস্ত উৎকট-বিক্রম-

সম্পান্ন পদাতি প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বিন্যস্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে যথা সুখে প্রত্যাগমন করিয়া থাকে ॥ ১৩৩ ॥

পুরপ্রবেশাৎ পুরতোন্য পার্শ্বয়োঃ
পথপ্রধানস্য স্বতঃ শতং শতং।
স্বতঃ সরম্ভাতরুবারিপূরিতা
নিবদ্ধকুম্ভানিহ তন্বতে জনাঃ ॥ ১৩৪ ॥

মহারাজের পুর প্রবেশের পূর্ব্বে প্রধান-পথের পার্শ্ব-দ্বয়ে প্রজাগণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া শত শত রম্ভাতরু ও বারিপূর্ণ-কুম্ভ স্থাপন করিয়া রাখে ॥ ১৩৪ ॥

তথা মহারাজজয়োস্ত্বিতিক্ষণাৎ
ততঃ ক্ষণাদূর্দ্ধৃতযুগ্মপাণয়ঃ।
বদন্তি বিপ্রাঃ সকলাস্তথাপরে
নমন্তি চৈনং সমুপস্থিতা দ্রুতং ॥ ১৩৫ ॥

অনন্তর, ক্ষণকাল মধ্যে ব্রাহ্মণগণ হস্ত উত্তোলন করিয়া 'মহারাজের জয় হউক' উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ আশীর্ব্বাদ করেন এবং অপরে অবিলম্বে সমাগত হইয়া প্রণাম করে ॥ ১৩৫ ॥

ইতি ক্রমাৎ স্বালয়মাগতস্ততঃ
প্রসাদতোয়স্য ধরেন্দ্ররাডভূৎ।
প্রণম্য নারায়ণমাদিপূরুষং
তমেতমেষ প্রবিবেশ মন্দিরং ॥ ১৩৬ ॥

এইরূপে স্বকীয় রাজধানীতে সমাগত হইয়া মহারাজ যাঁহার প্রসাদে ধরেন্দ্র-রাজ হইয়াছেন, সেই আদি পুরুষ লক্ষ্মীনারায়ণকে প্রণাম করত নিজ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া থাকেন ॥ ১৩৬ ॥

অথাধুনা ধর্ম্মদিবাকরোদয়া-
চলাত্মকোয়ং যদিহাবতিষ্ঠতে।
ইহোদিতস্তেষ চিরংবিরাজতে
নযাত্যঘধ্বান্তকলির্ভিয়া ত্রতৎ ॥ ১৩৭ ॥

এক্ষণে ধর্ম্ম-স্বরূপ দিবাকরের উদয়াচলরূপে এই মহা-রাজ যখন বর্দ্ধমানেই উদয় লাভ করত অবস্থিতি করিতে-ছেন, তখন পাপরূপ ধ্বান্ত ভয়-বশত তথায় প্রবেশ করিতেই পারে না ॥ ১৩৭ ॥

পুরা কিলাস্য ব্যয়জাতিবিস্তৃত-
প্রদীপ্তকীর্ত্তিব্রজপূর্ণচন্দ্রমাঃ।
যদোদয়ং যাস্যতি নো তদা তমো-
গ্রসত্বিতীমং বিধিনাঙ্কিতো বিধুঃ ॥ ১৩৮ ॥

এই রাজাধিরাজের দান জন্য সুবিস্তৃত সমুজ্জ্বল কীর্ত্তি-সমূহরূপ চন্দ্রমা যখন উদিত হইবে, তৎকালে রাহু যদি তাহাকে গ্রাস করে, এই আশঙ্কা করিয়া পূর্ব্বেই বিধাতা বিধু-মণ্ডলকে কলঙ্ক-দ্বারা অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন ॥১৩৮॥

রাজর্ষেঃ কৃষ্ণচন্দ্রস্য গুরোর্বৃদ্ধপ্রপৌত্রকঃ।
বহির্গাছিগ্রামবাসী মহাবংশসমুদ্ভবঃ ॥ ১৩৯ ॥
শাকে গজাঙ্কতুরগেন্দুমবর্ষএত-
দ্রাজাধিরাজকুলকীর্ত্তিগুণাদিকীর্ত্তং।
গ্রন্থং চকার মধুসূদনএষ ধীর-
শ্রীকান্তভূসুরসুতঃ প্রমুদে বুধানাং ॥ ১৪০ ॥

রাজর্ষি কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজের মন্ত্রদাতা গুরুর বৃদ্ধ প্রপৌত্র

বহির্গাছি গ্রামবাসী মহাবংশ-সমুদ্ভব শ্রীকান্ত ভূসুর-সুত শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চানন ১৭৯৮ শক সম্বৎসরে পণ্ডিতগণের প্রমোদের নিমিত্ত বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজের বংশ-কীর্ত্তি ও গুণ-প্রভৃতির কীর্ত্তনার্থ এই গ্রন্থ রচনা করি-লেন ॥ ১৪০ ॥

ইতি শ্রীমহারাজাধিরাজ চরিত সমাপ্ত।

—:০:—